প্রহেলিকা

নাটক

শ্রীযামিনীমোহন কর

মিনার্ভা থিয়েটারে

প্রথম অভিনয়

সন ১৩৩২ সাল ২৩শে শ্রাবণ, শনিবার

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

বার আনা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পরিচয়

পুরুষ

গিরিজাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	...	ডিটেক্‌টিভ ইন্সপেক্টর
কার্ত্তিকচন্দ্র	...	ঐ সহকারী
দামোদর সামন্ত	...	হোটেল ক্যাসিনোর ম্যানেজার
রতনলাল মণ্ডল	...	পুলিশ জমাদার
ডাক্তার দে	...	পুলিশ ডাক্তার
বংশী, অনাথ	...	হোটেলের লিফ্‌ট-মেন
বনমালী সাহা } ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ নন্দী }	...	আগন্তুক
গণেশদাস সকসেরিয়া	...	হোটেলের অধিবাসী

স্ত্রী

সুশীলা	...	হোটেলের ঝি
নীহার রায়, মালিনী দেবী	...	হোটেলের অধিবাসিনী

প্রহেলিকা

প্রথম অঙ্ক

হোটেল ক্যাসিনো। কুমার জগদীশপ্রসাদ পাইনের ফ্ল্যাট। সকাল সাড়ে সাতটা। ইন্সপেক্টর গিরিজাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য টেলিফোন করছেন

গিরিজা। (ফোনে) হ্যালো—হ্যাঁ, ম্যানেজার সাহেবকে একবার ডেকে দিতে পারেন ? আচ্ছা, ধন্যবাদ—

ডিটেক্‌টিভ কার্ত্তিকচন্দ্র বিশ্বাসের প্রবেশ

তারপর কার্ত্তিক, ডেড্‌ বডি ঠিক্ ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছ তো ?

কার্ত্তিক। আজ্ঞে হ্যাঁ।

গিরিজা। ডাক্তার কি বললেন ?

কার্ত্তিক। বললেন—"রাইগর মর্টিস সেট্‌-ইন করেছে, আর এখনও রয়েছে। সাত-আট ঘণ্টা তো বটেই।"

গিরিজা। তা হ'লে রাত্রি বারোটা-একটা নাগাদ ধরা যেতে পারে।

কার্ত্তিক। আজ্ঞে হ্যাঁ। বুলেটটা বার করা হ'লেই আপনাকে ফোনে খবর দেবেন বলেছেন।

গিরিজা। আচ্ছা। (ফোনে) হ্যালো—কে ? ম্যানেজার সাহেব ? একবার ওপরে এলে ভাল হয়। দু-চারটে কথা জিজ্ঞেস করবার ছিল। না, না, বেশীক্ষণ লাগবে না !

টেলিফোন রাখলেন

গিরিজা। লোকটার সম্বন্ধে কোন খোঁজ পেলে ?

কার্ত্তিক। আজ্ঞে না। "হুজ হু", "ইয়ারবুক", "প্রমিনেণ্ট মেন" কোনটাতেই ওঁর নাম খুঁজে পাওয়া গেল না।

গিরিজা। আশ্চর্য্য !

কার্ত্তিক। হয় ত ওঁর নাম পদবী সবই মিথ্যে।

গিরিজা। হতে পারে। হাঁ, ওঁর মনিব্যাগ, সিগার কেস—

কার্ত্তিক। দেরাজেই সব রেখে দিয়েছি।

গিরিজা। হুঁ। দেখ কেউ যেন হাতটাত না দেয়। আঙুলের ছাপ পাওয়া যেতে পারে। তোমার তো এই প্রথম মার্ডার কেস ?

কার্ত্তিক। আজ্ঞে হ্যাঁ।

গিরিজা। খুব মন দিয়ে সব লক্ষ্য করবে। কি ভাবে ক্লু ধরতে হয়, কোন্ লাইনে জেরা করতে হয়—বুঝলে ? বই পড়া বিদ্যা আর সত্যিকারের কেস ট্রাই করা, দুটোতে অনেক প্রভেদ। বুদ্ধি, দৃষ্টি, চিন্তা—সব অতি প্রখর হওয়া চাই। সব শুদ্ধ খুনের কেস পনেরোটা করেছি, তার মধ্যে বারোটাকেই ধরে দোষী প্রমাণ করেছি। এরকম রেকর্ড সচরাচর থাকে না বললেও অত্যুক্তি হবে না।

কার্ত্তিক। আর তিনটের স্থর কি হ'ল ?

গিরিজা। সে অনেক কথা।

কার্ত্তিক। আপনার অ্যাভারেজটা নষ্ট ক'রে দিলে।

গিরিজা। কি ?—

দরজায় খট্ খট্ ধ্বনি

আসুন—

দরজা খুলে ম্যানেজার দামোদর সামন্ত দাঁড়িয়ে রইলেন

ভেতরে আসুন—

সেইখান থেকেই চারিধারে ভীতভাবে দেখতে লাগলেন

কার্ত্তিক। ভয়ের কিছু নেই। লাশ তো চালান দেওয়া হয়েছে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন

গিরিজা। বসুন। আর কোন খবর জানতে পারলেন ?

দামোদর। (বসে) আজ্ঞে না। খাতায় তো আর কিছু লেখা নেই। মাস দুয়েক থেকে এখানে আছেন। প্রত্যেক মাসের টাকা অগ্রিম দিয়ে দেন, সুতরাং—

গিরিজা। সে তো বটেই। আচ্ছা, কোন লোকজন—

দামোদর। আমি ঠিক জানি না। হোটেলের স্টাফ, ঝি-চাকর তারাও কিছু বলতে পারলে না।

গিরিজা। মুস্কিল !

দামোদর। বিলক্ষণ! কিন্তু আমার অবস্থাটা একটু ভেবেছেন? হোটেলের বদনাম—হয় ত ভয়ে কেউ আর আসবেই না। লোকটা নিজের মাথার খুলি নিজে উড়িয়ে দিয়ে—

কার্ত্তিক। নিজে নয়—

দামোদর। মানে?

গিরিজা। অন্য কোন ব্যক্তি—

দামোদর। অ্যাঁ! বলেন কি?

গিরিজা। অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে।

দামোদর। অর্থাৎ আমার এই 'হোটেল ক্যাসিনো'তে কুমার-বাহাদুরকে হত্যা করা হয়েছে?

কার্ত্তিক। তাই তো মনে হচ্ছে। ব্যাড্ লাক্।

গিরিজা। আপনার হোটেলের চারতলায় যাঁরা আছেন, তাঁদের নামের একটা লিস্ট করেছেন?

দামোদর। হ্যাঁ। সঙ্গেই এনেছি।

গিরিজাবাবুর হাতে একটা
স্লিপ দিলেন

গিরিজা। ধন্যবাদ। এঁরা বুঝি এই তলায়ই থাকেন? বেশ, বেশ। আচ্ছা, এই দরজাটা দিয়ে কোন্ ঘরে যাওয়া যায়?

একটা দরজা দেখালেন

দামোদর। ওদিকে আর একজন থাকেন। আর বারে একজন খুব বড় ফ্ল্যাট চাওয়ায় দেওয়ালে এই দরজাটা

ফুটিয়ে দিয়েছিলুম। এখন ওটা বন্ধ ক'রে দু'টো ফ্ল্যাট ক'রে দিয়েছি।

গিরিজা। ওঘরে কে থাকেন?

কার্ত্তিক দরকারী কথা নোট করছেন

দামোদর। নিশিকান্ত মুখোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোক।

গিরিজা। আপনার লিফ্‌টে ক'জন লোক কাজ করে?

দামোদর। দু'জন। একজন সকাল সাতটা থেকে চারটে, আর একজন চারটে থেকে রাত বারোটা অবধি। অবশ্য অনেক বেশী লোক বাইরে থাকলে একটা অবধিও থাকে। দিনে থাকে বংশী, আর রাতে অনাথ। কালকে অনাথ রাত্রে বিশেষ কাজ থাকার দরুন আমায় জিজ্ঞেস ক'রে বংশীর সঙ্গে ডিউটি বদলাবদলি ক'রে নিয়েছিল—

গিরিজা। এখন লিফ্‌টে কে আছে?

দামোদর। বংশী।

গিরিজা। আচ্ছা, এই সব ঘরের কাজকর্ম্ম কে করে?

দামোদর। ঘর পরিষ্কার আর বিছানা ঠিক ক'রে রাখার ভার সুশীলার ওপর।

গিরিজা। তার কাছ থেকে হয় ত—

দামোদর। তাকে পাঠিয়ে দেব?

গিরিজা। দিলে ভাল হয়।

দামোদর দরজার কাছে গেলেন

আচ্ছা, আর একটা কথা। আমাদের আসার আগে এঘরে কেউ এসেছিল?

দামোদর। প্রথমে সুশীলা, তারপর আমি।

গিরিজা। মেজেয় কার্ট্রিজ কেস পড়েছিল?

দামোদর। কিছু দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।

গিরিজা। আচ্ছা। আপনাকে অনেক কষ্ট দিলুম!

দামোদর। কষ্ট ত আপনাদের। আমি নীচে অফিসেই রইলুম। যখনই কোন দরকার হবে খবর দেবেন। ফোন করলেই হবে। তাঁকে যে এত তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

গিরিজা। কিছু না। আমাদের কর্ত্তব্য। আর এখানে তো পোস্টমর্টেম হতে পারত না।

দামোদর। পোস্ট—না, না,—বটেই তো, বটেই তো—

প্রস্থান

কার্ত্তিক। ভদ্রলোক অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়েছেন।

গিরিজা। খুব স্বাভাবিক। ঝিকে নিয়ে বিপদে পড়তে না হয়।

কার্ত্তিক। কেন? মাথায় ছিটফিট আছে নাকি?

গিরিজা। ছিট না থাকলেও ফিট থাকতে পারে।

কার্ত্তিক। নীচে থেকে এক বালতি জল দিয়ে যেতে বলব?

দরজায় খট্ খট্ ধ্বনি

গিরিজা। ভেতরে এস।

ঝাঁটা হাতে সুশীলার প্রবেশ

সুশীলা। (দূর থেকে) আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন ?

কার্ত্তিক। ভেতরে এস না। ভয় পাচ্ছ কেন ?

সুশীলা। ভয় পেতে যাব কেন ?

এগিয়ে এল

গিরিজা। তোমার নাম কি ?

সুশীলা। সুশীলা। ম্যানেজারবাবুর কাছে শোনেননি ?

গিরিজা। কোথায় থাক ?

সুশীলা। কখন ?

কার্ত্তিক। কখন মানে ?

সুশীলা। দিনে না রাতে ?

গিরিজা। (রেগে) দিনে রাতে আবার কি ?

সুশীলা। (চেঁচিয়ে) দিনে থাকি এই হোটেলে, আর রেতে থাকি আমার বাসায়।

গিরিজা। তোমার বাসার কথাই জিজ্ঞেস করা হচ্ছে ?

সুশীলা। কেন ?

কার্ত্তিক। জান, আমরা পুলিশের লোক।

সুশীলা। পুলিশ তো কি হয়েছে ? তারা কি আমাদের পাড়ায় যায় না নাকি ? আমি থাকি কাঁসারীপাড়ায়।

গিরিজা। তুমি ভয় পেয়েছ বলে ত মনে হচ্ছে না।

সুশীলা। ভয় পাব কেন ? এ সব আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে।

যেখানেই চাকরি করতে যাই সেখানেই একজন না একজন কেউ মরে। হয় ছাত থেকে পড়ে, না হয় বাস চাপা পড়ে, কিম্বা ঘরে আগুন লেগে অথবা বিষ খেয়ে। সেই জন্যেই ত এবার হোটেলে চাকরি নিয়েছি। এক সঙ্গে তো আর সব লোক মরতে পারবে না।

কার্ত্তিক। ওঃ। অপঘাতে মৃত্যু তা হ'লে অনেক দেখেছ! আমরা কি প্রশ্ন করব—

সুশীলা। সে আমার জানা আছে। এঁর এখানে কে আসত, শেষ কখন দেখেছি, গোলমাল শুনেছি কি না—

গিরিজা। থাক, আর বলতে হবে না। এই ঘরে তুমিই প্রথম এসেছিলে, না?

সুশীলা। আজ্ঞে হ্যাঁ। ঘর পরিষ্কার করতে।

গিরিজা। এসে কি দেখলে?

সুশীলা। সে তো আপনারা জানেনই।

গিরিজা। ঘরের মেজেয় কাট্রীজের কেস দেখেছিলে?

সুশীলা। কাঠের কেস?

গিরিজা। না—না। (দেরাজ থেকে একটা রিভলবার বার করে) এটা কার জানো?

সুশীলা। না। ও আমারও আছে, দু আনা দিয়ে দোলের সময় রং খেলার জন্যে কিনেছিলুম।

গিরিজা। নাঃ, তুমি এবার যেতে পার।

সুশীলা। অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেল, এতক্ষণ কত কাজ এগিয়ে যেত।

কার্ত্তিক। কুমারবাহাদুর লোক কেমন ছিলেন জান?

সুশীলা। আজ্ঞে না—আমার সঙ্গে তাঁর বিশেষ ভালবাসা ছিল না।

গিরিজা। (রেগে) যাও এখান থেকে।

সুশীলার প্রস্থান

কার্ত্তিক। কি ফাজিল রে বাবা!

গিরিজা। হোটেলের ঝি ওইরকমই হয়ে থাকে।

কার্ত্তিক। হিস্টিরিয়া কি ফিট কিছু তো হ'ল না।

গিরিজা। হুঁ। ডাকের চিঠিগুলো আন তো, দেখি।

কার্ত্তিক। আনছি।

পাশের ঘরে গেলেন

গিরিজা। কেস্‌টা কোথায় গেল?

চারধারে খুঁজতে লাগলেন। পাশের ঘর থেকে কার্ত্তিক চিঠিগুলো নিয়ে ফিরে এলেন

কার্ত্তিক। এই নিন্। কি দেখছেন?

গিরিজা। রিভলভার রয়েছে। একটা গুলি ছোঁড়া হয়েছে। কিন্তু কেস কই? (একটু পরে) দেখি চিঠিগুলো।

একটা নিয়ে খুলতে গেলেন

কার্ত্তিক। খুলবেন?

গিরিজা। বাজে বোকো না। স্রেফ দেখে যাও কি ভাবে কাজ

করতে হয়। (একটা চিঠি খুলে) জমিদার ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণের চিঠি।
—নং চৌরঙ্গী টেরেস। লিখেছেন—"বড়ই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে ২২শে মে রাত্রিতে আটটার সময় আমার বাড়ী আপনার ডিনারের যে নিমন্ত্রণ ছিল, তাহা ক্যানসেল্ করা হইল।" হুঁ, তবে তো ত্রিদিবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে কুমারবাহাদুরের আলাপ ছিল বলে মনে হচ্ছে।

কার্ত্তিক। কিন্তু কতখানি—

গিরিজা। তাতে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নেই। ডিরেক্টরী থেকে তাঁর নম্বর দেখে তাঁকে ফোন কর।

চিঠিটা ভাল ক'রে পরীক্ষা করতে ও নোট বুকে
লিখতে লাগলেন

কার্ত্তিক। (ডিরেক্টরী দেখে) হ্যালো, সাউথ 0527। ইয়েস প্লীজ।

গিরিজা। (চিঠির খাম দেখে) ভারী আশ্চর্য্য তো?

কার্ত্তিক। কেন? কি হ'ল?

গিরিজা। চিঠির ওপর লেখা আছে তিন তারিখ, আর খামের ওপর ছাপ রয়েছে সতেরোই অর্থাৎ কালকের।

কার্ত্তিক। তাই তো। এতদিন চিঠিটা কোথায় ছিল?

গিরিজা। নিশ্চয়ই ডাকে দেওয়া হয় নি। কিন্তু সেটা গাফিলি, না ইচ্ছাকৃত?

কার্ত্তিক। হয় তো চাকরদের দোষ। (টেলিফোনে) হ্যালো, ইজ ত্যাট সাউথ 0527? ত্রিদিবেন্দ্রবাবু আছেন? একবার দয়া ক'রে ডেকে দেবেন? বলবেন পুলিশের লোক। আচ্ছা, ধরে আছি। (গিরিজাকে) ত্রিদিবেন্দ্রবাবুকে ডাকতে গেছে।

গিরিজা। দেখি আমাকে দাও। (ফোন নিয়ে) হ্যাঁ—কে? ত্রিদিবেন্দ্রবাবু? নমস্কার! দেখুন, আপনি কুমার জগদীশপ্রসাদ পাইনকে চেনেন? তাঁর এক আকস্মিক বিপদ—অ্যাঁ, কি বললেন? চেনেন না! নাম পর্য্যন্ত শোনেন নি? কি আশ্চর্য্য! কিন্তু—আচ্ছা দেখুন, যদি কিছু মনে না করেন, একবার 'হোটেল ক্যাসিনো'তে আসতে পারবেন? আমি সেইখান থেকেই কথা বলছি। না না, তা সম্ভব নয়। হ্যাঁ, বটেই তো। বুঝতে পারছি কিন্তু এটা অত্যন্ত জরুরী কাজ। বেশী দেরী হবে না। আসা প্রয়োজন। উপায় নেই! আমার কর্ত্তব্য—মাফ করবেন। হ্যাঁ, এখুনি। যত তাড়াতাড়ি হয়। বেশীক্ষণ লাগবে না। আচ্ছা—ধন্যবাদ।

রিসিভার রেখে দিলেন

কার্ত্তিক। আসতে চাইছিলেন না?

গিরিজা। না। বললেন, কুমারবাহাদুরকে চেনেন না। হয় তো খুনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে চান না।

কার্ত্তিক। কিন্তু খুনের কথা তো আপনি বলেন নি।

গিরিজা। (ভেবে) তা বটে। (একটু পরে) হ্যাঁ, ততক্ষণ হোটেলের কতকগুলো লোককে জেরা ক'রে দেখা যাক। অবশ্য বিশেষ কিছু সুবিধা হবে ব'লে মনে হয় না।

কার্ত্তিক। হতেও তো পারে। এদের মধ্যে কারুর সঙ্গে আলাপও তো থাকতে পারে।

গিরিজা। হুঁ। রাত্রে কোন গোলমাল যদি শুনে থাকে।

রতনলালকে নামগুলো দিয়ে এস আর এক এক জন ক'রে পাঠিয়ে দিতে বলে দাও।

কার্ত্তিক। আচ্ছা স্যর।

কার্ত্তিক চলে গেলেন ও অল্পক্ষণ পরেই ফিরে এলেন। ইত্যবসরে গিরিজা একটা চেয়ার এক জায়গায় সন্তর্পণে সরিয়ে রাখলেন

কার্ত্তিক। ওটা কি করছেন?

গিরিজা। এই জায়গাটায় রক্তের এবং পায়ের দাগ রয়েছে। পাছে মাড়িয়ে ফেলে চেয়ার দিয়ে ঢেকে রাখলুম।

কার্ত্তিক। (ঝুঁকে দেখে) পায়ের দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হীললেস জুতো।

গিরিজা। রবার সোল বলেই মনে হচ্ছে।

কার্ত্তিক। তবে আর কি, একটা ক্লু তো পাওয়া গেল।

গিরিজা। তোমার মাথা। কলকাতায় কত লোকই তো রবার সোলের জুতো পরে। মনে হয়, জমিদার ত্রিদিবেন্দ্রের কাছ থেকে অনেক দরকারী তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

রতনলালের প্রবেশ

রতন। মিস্ নীহারবালা রায়ের সঙ্গে এখন দেখা করবেন?

গিরিজা। হ্যাঁ। পাঠিয়ে দাও।

রতনলাল বাইরে গেল। মিস্ রায় ঢুকলেন

গিরিজা। আসুন। কার্ত্তিক, একটা চেয়ার দাও। বসুন।

কার্ত্তিক একটা চেয়ার গিরিজাবাবুর সামনে এগিয়ে
রাখলেন। মিস্ রায় বসলেন

নীহার। ধন্যবাদ।

গিরিজা। বড়ই দুঃখিত। আপনাকে কষ্ট দিতে হ'ল। বেশীক্ষণ আটকাব না। আমি ইন্সপেক্টর গিরিজাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, আর ইনি হ'লেন আমার সহকারী।

কার্ত্তিক। নমস্কার!

নীহার। নমস্কার!

গিরিজা। আপনার নাম?

নীহার। নীহারবালা রায়।

গিরিজা। আপনি কোথায় থাকেন?

নীহার। এই হোটেলে।

গিরিজা। মানে, এই হোটেলে তো আপনি সম্প্রতি এসেছেন। তার আগে—

নীহার। দেশ বর্দ্ধমান জেলার চুরপুনী গ্রামে। তবে এখন এইখানে স্থায়ীভাবে থাকব মনে করেছি।

গিরিজা। কলকাতায়—হোটেলে!—

নীহার। হ্যাঁ। একটা মেয়ে কলেজে চাকরি পেয়েছি। একলা থাকার পক্ষে হোটেলই প্রশস্ত। (একটু থেমে) এসব জিজ্ঞেস করবার কারণ কি জানতে পারি কি?

গিরিজা। আজ এই ঘরে একজনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। কেউ তাকে হত্যা করেছে বলে সন্দেহ করি।

নীহার। কি ভয়ানক কথা!

গিরিজা। মৃতের নাম কুমার জগদীশপ্রসাদ পাইন। তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল কি?

নীহার। না। নামও শুনি নি।

গিরিজা। লম্বা দোহারা চেহারা, বড় বড় গোঁফ, ফরসা রঙ্—

নীহার। না, দেখিনি। মাত্র দু দিন এসেছি। চোখ নিয়ে একটু কষ্ট পাচ্ছি বলে ঘর থেকে মোটে বার হই নি।

গিরিজা। কাল ক'টার সময় শুতে গিছলেন?

নীহার। রাত দশটা হবে।

গিরিজা। রাত্রে গোলমাল কি অন্য কোন শব্দে আপনার ঘুম ভেঙ্গে গিছল কি?

নীহার। না। সকালে ঝি চা নিয়ে এসে ঘুম ভাঙ্গাল।

গিরিজা। আচ্ছা, ধন্যবাদ। অনেক কষ্ট দিলুম।

নীহার। না, না, কষ্ট আর কি।

উঠে দরজার কাছে গেলেন

গিরিজা। এখন ঘরেই থাকবেন তো? যদি দরকার হয়—

নীহার। কিন্তু আমার যে দু-চারটে কাজ রয়েছে—

গিরিজা। ঘণ্টা তিনেকের জন্য অন্তত আপনাকে থাকতে অনুরোধ করছি—

নীহার। দরকারী কাজ ছিল—

গিরিজা। এটাও তো খুব দরকারী। যদি কোনো সাহায্য—

নীহার। আমি যা জানি বলেছি। এ ছাড়া আর—

গিরিজা। তবুও—সরকারী কাজ, মাফ করবেন।

নীহার। অগত্যা।

মিস্ রায়ের প্রস্থান

কার্ত্তিক। বিশেষ এগোলো বলে তো মনে হচ্ছে না।

গিরিজা। না।

কার্ত্তিক। উনি তো কিছুই জানেন না স্যর। মিথ্যে ওঁকে আটকে রাখলেন! বেচারীর কাজকর্ম্মের ক্ষতি হ'ল। সমস্ত রাতই উনি ঘুমিয়ে ছিলেন।

গিরিজা। কি ক'রে জানলে? তুমি কি কাছে ছিলে?

কার্ত্তিক। (লজ্জিত হয়ে) আজ্ঞে না। এই প্রথম দেখলুম।

গিরিজা। পুলিশের কাজে কাউকে বিশ্বাস করতে নেই।

রতনলালের প্রবেশ

রতন। মালিনী দেবী এসেছেন।

গিরিজা। পাঠিয়ে দাও।

রতন। (দরজার কাছে গিয়ে) ভেতরে আসুন।

রতনলালের প্রস্থান

মালিনী দেবীর প্রবেশ

কার্ত্তিক। দাঁড়িয়ে রইলেন? বসুন।

চেয়ার এগিয়ে দিলেন।

মালিনী। (হেসে) নিশ্চয়ই, বসব বই কি !

চেয়ারে বসলেন

গিরিজা। আমি ইন্সপেক্টর গিরিজাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

মালিনী। আলাপ ক'রে সুখী হলুম।

গিরিজা। আপনি কি করেন ?

মালিনী। আমার নাম শোনেন নি !

গিরিজা। হয় তো শুনে থাকব। ঠিক মনে পড়ছে না।

মালিনী। আগে নীরেন বোসের দলে নাচতুম। এখন ফিল্মে। আমার ছবি "বিজনচারিণী", "যৌবনপাখী"—

কার্ত্তিক। হ্যাঁ, এইবার মনে পড়েছে। আপনি একজন ফিল্মস্টার।

গিরিজা। স্বামীর সঙ্গে কেস—

মালিনী। সে তো অনেক পুরোনো কথা।

গিরিজা। আপনি বাবু মৃগাঙ্কনাথ দত্তের স্ত্রী না ?

মালিনী। ছিলুম। এখন চিত্রতারকা মালিনী দেবী।

গিরিজা। আপনার তখন নাম ছিল—

মালিনী। মাধবী।

কার্ত্তিক। ঠিক হয়েছে। আপনি স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে স্বামী ও পুত্রকে ছেড়ে দিয়ে আলাদা হয়ে গিছলেন।

মালিনী। দেড়শ' টাকা মাইনের জার্নালিস্টের স্ত্রী থাকলে আজ হোটেল 'ক্যাসিনো'তে থাকা আর দু'খানা গাড়ী রাখা সম্ভবপর হ'ত না। আর যখন ফিল্মে নামবই ঠিক করলুম তখন একটা ছেলে নিয়ে লটবহর বাড়ানো প্রয়োজন মনে করলুম না।

গিরিজা। আপনাকে দু-চারটে কথা জিজ্ঞেস করব।

মালিনী। বেশ তো। কোন্ কাগজে বেরোবে ?

গিরিজা। তার মানে ?

মালিনী। খবরের কাগজে ছাপবেন তো ?

গিরিজা। না। এই ঘরে কুমার জগদীশপ্রসাদ পাইন থাকতেন। কেউ তাকে হত্যা করেছে। মৃতদেহ ঘরে পাওয়া গেছে।

মালিনী। শুনেছি। সুশীলা বলেছে। (চারিধারে চেয়ে) ঘরটা দিব্যি সাজানো। ভদ্রলোক বেশ পয়সাওয়ালা ছিলেন।

গিরিজা। কাল আপনি তাঁকে দেখেছিলেন ?

মালিনী। না। কাল সকাল ছ'টায় বেরিয়েছিলুম আর ফিরলুম রাত বারোটায়। শুটিং ছিল। "আজকালকার মেয়ে"তে আমি নায়িকার ভূমিকায় নামছি।

গিরিজা। আপনাদের শুটিং শেষ হ'ল ক'টার সময় ?

মালিনী। দশটায়।

গিরিজা। তারপর কি করলেন ?

মালিনী। সোজা বাড়ী চলে এলুম।

গিরিজা। তাতে দু'ঘণ্টা লাগল ?

মালিনী। কখনও ফিল্মে প্লে করেছেন ?

গিরিজা। না।

মালিনী। তবে বুঝবেন না। শুটিং শেষ হলে রেস্ট নিয়ে, মুখ হাত ধুয়ে, কিছু খেয়ে ব্যারাকপুর থেকে এখানে আসতে দশ মিনিটের বেশী সময় লাগে।

গিরিজা। বারোটা বেজেছে কি ক'রে জানলেন ?

মালিনী। ঘড়ি কেনবার পয়সা আমার আছে।

গিরিজা। একলা ফিরলেন?

মালিনী। এসব কথার উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই।

উঠে দাঁড়ালেন

গিরিজা। কথার উত্তর দিন। একলা ফিরলেন?

মালিনী। (বসে) হ্যাঁ। কেন?

গিরিজা। লিফ্‌টে চড়ে ওপরে উঠেছিলেন?

মালিনী। নিশ্চয়। সমস্ত দিন খেটেখুটে রাতবারোটার সময় হেঁটে সিঁড়ি দিয়ে চারতলায় ওঠবার সখ হয়নি।

গিরিজা। লিফ্‌টম্যান আপনাকে ওপরে নিয়ে এল?

মালিনী। কেন আনবে না? আমি কি অমনি থাকি?

গিরিজা। ঘরে গিয়ে কি করলেন?

মালিনী। হাসলুম, কাসলুম, একবার ডানদিকে চাইলুম, তারপর বাঁ দিকে চাইলুম—

কার্ত্তিক। না, না, তা নয়। উনি জিজ্ঞেস করছেন ঘরে গিয়ে কি আপনি কিছুক্ষণ জেগে গল্পের বই পড়লেন, না তখুনি ঘুমিয়ে পড়লেন, অথবা জেগে শুয়ে রইলেন—

মালিনী। (হেসে) সোজা গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম। বড্ড ক্লান্ত হয়ে গিছলুম কি-না।

গিরিজা। শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন?

মালিনী। না। তিন মিনিট সাড়ে ছাপ্পান্ন সেকেণ্ড জেগেছিলুম।

গিরিজা। রাত্রে আপনার ঘুম ভেঙেছিল কি?

মালিনী। না।

গিরিজা। কোন শব্দ শুনেছিলেন? ধরুন গুলির শব্দ?

মালিনী। কি বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গুলির শব্দ—স্বপ্নে বলছেন কি?

গিরিজা। আপনার ঘুমোবার আগে, এই ঘরে কোন রকম গোলমাল, কি ঝগড়া—

মালিনী। না, কিছু শুনি নি।

গিরিজা। ধন্যবাদ। এবার যেতে পারেন।

মালিনী উঠে দাঁড়ালেন

কার্ত্তিক। এখন কিছুক্ষণ ঘরেই থাকবেন। কোথাও বার হবেন না।

মালিনী। (উৎসাহিত হয়ে) কেন, আপনি আসবেন?

কার্ত্তিক। (লজ্জিত হয়ে) না, না, তা বলছি না—

মালিনী। (হেসে) আচ্ছা থাকব। আপনাদের এই ব্যাপার তো কাগজে বেরোবে। তাতে আমাকে একটু পাবলিসিটি দিয়ে দেবেন। আপনাদের আমার লেটেস্ট একখানা ছবি দেব। সেইটাও সঙ্গে দিলে চমৎকার হবে।

কার্ত্তিক। গ্র্যাণ্ড হবে। ছবিতে নাম লিখে দেবেন।

মালিনী। নিশ্চয়ই। আচ্ছা তবে যাই।

মালিনীর প্রস্থান

কার্ত্তিক। বেশ মেয়েটি—

গিরিজা। মেয়ে দেখতে গেলে আর এসব কাজ এগোবে না। ভয়ানক মিথ্যাবাদী।

কার্ত্তিক। কি বলেন স্যর ?

গিরিজা। কখন এসেছিল, একলা না সঙ্গে কেউ ছিল, কত রাত অবধি সঙ্গী এখানে ছিল—

কার্ত্তিক। সে তো লিফ্টম্যানকে জিজ্ঞেস করলেই খোঁজ পাওয়া যাবে।

গিরিজা। হুঁ। তাকে ডেকে পাঠাতে হবে।

রতনলালের প্রবেশ

রতন। গণেশদাস সকসেরিয়াকে পাঠিয়ে দেব ?

গিরিজা। হ্যাঁ, দাও।

রতনলালের প্রস্থান ও গণেশদাসের প্রবেশ

গণেশ। রাম রাম বাবু। সোব ভালো আছেন ?

গিরিজা। নমস্কার।

কার্ত্তিক। বসুন।

চেয়ার এগিয়ে দিলেন। গণেশদাস বসলেন

গণেশ। কেঁও বাবু, কিছু চোরী হয়েছে ?

গিরিজা। তার চেয়ে বেশী। খুন হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

গণেশ। খুন! হত্তিয়া !! কুমারবাহাদুর—

গিরিজা। হ্যাঁ।

গণেশ। তিনি কাকে হত্তিয়া করেছেন ?

গিরিজা। তিনি করেন নি। তাঁকে কেউ হত্যা করেছে।

গণেশ। রাম রাম। এটা তো বোড়ো অন্যায় আছে।

গিরিজা। আপনাকে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করব।

গণেশ। বোলেন।

গিরিজা। আপনার নাম?

গণেশ। গণেশদাস সকসেরিয়া, (একটু থেমে) লিঃ।

কার্ত্তিক। লিমিটেড!

গণেশ। হাঁ। হামি তো একঠো কম্পানী আছে।

গিরিজা। কুমারবাহাদুরকে চিনতেন?

গণেশ। কেনো চিনবে না। হামরা দু'জনেতে একই তলায় থাকে। হামারও ওঁরই মতন বড়া ফ্ল্যাট। বেশ ভালা আদমী ছিলেন! কে তাঁকে মেরেছে জানেন?

গিরিজা। সেইটাই তো আমরা বার করবার চেষ্টা করছি। আচ্ছা, আপনার সঙ্গে কি রকম আলাপ ছিল?

গণেশ। দেখা হোনেসে "রাম রাম", "নমস্কার" এই সব বোলেছে।

গিরিজা। কুমারবাহাদুর কিছু বলতেন না?

গণেশ। না। তিনি বড়া আদমী ছিলেন। আচ্ছা বাবুজী, হামি এবার চোলে।

উঠে দাঁড়ালেন

গিরিজা। এক মিনিট। আর দু-একটা কথা আছে।

গণেশ। একটু জল্‌দি কোরেন।

গিরিজা। কুমারবাহাদুরের কোন বন্ধুবান্ধব ছিল?

গণেশ। আমি জানে না।

গিরিজা। কাল তাঁকে দেখেছিলেন?

গণেশ। না।

গিরিজা। কাল রাত্রে?

গণেশ। না। এবার হামি একটু যাবে। আমার খুব জরুরী কাজ আছে। নিজের ঘরে থাকবে। দরকার হোলে ডেকে পাঠাবেন।

গিরিজা। কেন? এত তাড়া কিসের?

গণেশ। বোল্‌নেসে আপনি বুঝতে পারবেন। হামি শেয়ারের দালালি করে। একজনকে কুছু শেয়ার বিক্‌রী কোরবে। হামার ঘরে সে বসে আছে। আগের দফায় এই লোক যখন আসিয়াছিলে, তখন সত্যবাবু হামাকে ঠকিয়ে হামার নাম লিয়ে এর সঙ্গে কাজ করেছিলে। পরে এই লোক হামার কাছে বলেছিলে। দেরী হোলে সে আবার চলিয়া গেলে হামার লুকসান হোবে।

গিরিজা। না, দেরী হবে না। রাত্রে কখন ফিরেছিলেন?

গণেশ। সাড়ে এগারা হোবে।

গিরিজা। সিঁড়ি দিয়ে উঠেছিলেন না লিফ্‌টে।

গণেশ। সিঁড়ি দিয়ে। লিফ্‌ট উপরে ছিলো। ঘণ্টি বাজিয়েছিলে, লেকিন লিফ্‌ট নামলে না। খারাব হয়েছিলো।

গিরিজা। কোন্ তলায় লিফ্‌টটা আটকে ছিল?

গণেশ। হামি উপ্‌রে এসে দেখলে হামাদের তলে লিফ্‌ট খড়া আছে, লেকিন তাতে কোনো আদমী না আছে।

গিরিজা। ওঃ। তারপর আপনি শুতে গেলেন?

গণেশ। হাঁ।

গিরিজা। কোন গোলমাল কি গুলির আওয়াজ শুনেছিলেন?

গণেশ। না।

কার্ত্তিক। এমন কিছু আপনি জানেন কি, যাতে আমাদের কোন সাহায্য হতে পারে ?

গণেশ। যদি কুছু টাকা কোরতে চান তো এই সময় জুট কিনতে পারেন। আয়রনও খারাব হোবে না—

গিরিজা। আপনাকে অনেক কষ্ট দিলুম। যান, আপনার কাজ সেরে ফেলুন।

গণেশ। কুছু না। সীতারাম সোব ঠিক কোরে দেবে।

কার্ত্তিক। ঘণ্টা দু'য়েক কোথাও বেরোবেন না। হঠাৎ কোনো দরকার হোতে পারে।

গণেশ। হামি নিজের ঘরে থাকবে। আচ্ছা, রাম রাম।

প্রস্থান

গিরিজা। যাক্, কিছু সন্ধান মিলল। রাত্রি সাড়ে এগারোটার সময় বংশী লিফ্‌ট ছেড়ে এই তলায় কি করছিল ?

কার্ত্তিক। প্রায় কুমারবাহাদুরের মৃত্যুর সময়।

গিরিজা। বংশীকে একবার ডেকে পাঠাতে হবে।

রতনলালের প্রবেশ

রতন। নিশিকান্তবাবুর কোনো খবর পাচ্ছি না।

গিরিজা। ম্যানেজারকে বলে দিলুম সকলকে ঘরে থাকতে বলতে। দেখি, মাঝের দরজাটা ধাক্কা দিয়ে।

দরজার কাছে গেলেন। কার্ত্তিকও সঙ্গে গেলেন

গিরিজা। এ কি ! দরজার ছিট্‌কিনি খোলা !

কার্ত্তিক। (ধাকা দিয়ে) কিন্তু ওধার থেকে বন্ধ।

গিরিজা। এ দিকটাও তো বন্ধ থাকা উচিত ছিল। নাঃ, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। রতন, লিফ্‌টম্যান বংশীকে আর ম্যানেজার দামোদর-বাবুকে পাঠিয়ে দাও।

রতন। আজ্ঞে দিচ্ছি।

রতনের প্রস্থান

কার্ত্তিক। এই হোটেল ক্যাসিনো লেখা কাঁধের ব্যাজটা কোন চাকরের পোষাক থেকে খুলে পড়েছে বলেই মনে হয়।

টেবিল থেকে ব্যাজটা তুলে নিয়ে
পরীক্ষা করতে লাগলেন

গিরিজা। হয় তো কোনো রকম ঝুটোপুটি হয়েছিল, সেই সময় ছিঁড়ে পড়েছে। কেউ লক্ষ্য করে নি।

কার্ত্তিক। বংশীর আঙ্গুলের ছাপ নেওয়া দরকার।

গিরিজা। হুঁ।

একটা অ্যাশট্রে রুমাল দিয়ে ভালো কোরে
মুছে দূরে টেবিলে
রেখে দিলেন

এইতেই কাজ চলে যাবে।

কার্ত্তিক। দেরাজে যে নোটগুলো আছে তাতে রক্ত মাখা আঙ্গুলের ছাপ আছে। ট্রের ছাপের সঙ্গে মিলে গেলে—

রতনলালের প্রবেশ

রতন। বংশী এসেছে স্যর।

গিরিজা। পাঠিয়ে দাও।

রতনলালের প্রস্থান। ঘরে ঢুকে বংশী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল

বংশী। (সেইখান থেকে) আমাকে ডেকেছেন হুজুর?

কার্ত্তিক। হুঁ, এগিয়ে এস।

বংশী এগিয়ে এল

গিরিজা। আমরা পুলিশের লোক, জানো বোধ হয়?

বংশী। হ্যাঁ হুজুর।

গিরিজা। কুমারবাহাদুর মারা গেছেন, শুনেছ?

বংশী। আজ্ঞে হ্যাঁ।

গিরিজা। কেউ তাঁকে খুন করেছে মনে হচ্ছে। তুমি নিশ্চয়ই তাঁকে রোজ দেখতে, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে—

বংশী। দেখেছি বটে কিন্তু কথা প্রায় বলিনি বললেও চলে। খুব গম্ভীর ছিলেন। অনাথকে একটু ভালবাসতেন।

কার্ত্তিক। অনাথ কে? যে লিফ্‌টম্যান রাতে থাকে?

বংশী। আজ্ঞে হ্যাঁ।

গিরিজা। তাকে স্নেহ করতেন কি ক'রে জানলে?

বংশী। আপনি অনাথকেই জিজ্ঞেস করবেন। সে রোজ রাত্রে কুমারবাহাদুরকে বিছানায় শুইয়ে দিত।

কার্ত্তিক। কেন?

বংশী চুপ ক'রে রইল

গিরিজা। অত্যন্ত মদ খেতেন কি ?

বংশী। আজ্ঞে হ্যাঁ। মাতাল হয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াতেন। জোর করে না শুইয়ে দিলে শুতেন না। অনাথ একদিন তাই দেখতে পেয়ে তাঁকে ব্যবস্থা ক'রে শুইয়ে দিয়েছিল। তারপর রোজই—

গিরিজা। কাল রাতে অনাথের জায়গায় তুমি ছিলে। তুমিও কি গিয়ে তাঁকে শুইয়ে দিয়েছিলে ?

বংশী। আজ্ঞে না। আর কাউকে উনি বিশ্বাস করতেন না। কারুর সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করতে চাইতেন না।

গিরিজা। কাল কত রাত্রে উনি বাড়ী ফিরেছিলেন ?

বংশী। রাত সাড়ে ন'টা হবে।

গিরিজা। তারপর আর বেরিয়েছিলেন ?

বংশী। (একটু ভেবে) আজ্ঞে না।

কার্ত্তিক। (একটা সিগারেট ধরিয়ে) বংশী !

বংশী। আজ্ঞে।

কার্ত্তিক। ঐ অ্যাশট্রেটা দাও তো।

বংশী। (অ্যাশট্রে এনে) এইখানে রাখব ?

কার্ত্তিক। হ্যাঁ, রাখ।

সামনের টেবিলে রাখল

গিরিজা। কাল রাতে লিফ্‌ট্‌ ছেড়ে কোথা গিছলে ?

বংশী। আজ্ঞে না।

গিরিজা। ঠিক ক'রে মনে ক'রে দেখ। ধর, এই চারতলায় কোন সময়—

বংশী। না হুজুর।

গিরিজা। মালিনী দেবী ক'টার সময় এসেছিলেন ?

বংশী। মনে পড়ছে না। বারোটার কাছাকাছি হবে।

গিরিজা। আর মিস্ রায় ?

বংশী। তিনি সন্ধ্যার সময়ই ফিরে এসেছিলেন।

গিরিজা। গণেশবাবু ক'টায় এসেছিলেন ?

বংশী। দশটার সময়।

গিরিজা। এঁরা সকলেই একা এসেছিলেন ?

বংশী। হ্যাঁ হুজুর।

গিরিজা। আচ্ছা দেখ, নিশিবাবু কেমন লোক ?

বংশী। আজ্ঞে, আমি তাঁকে কোন দিন দেখি নি।

গিরিজা। সে কি রকম ? এখানে থাকেন—

বংশী। হয়ত' লিফ্ট খোলবার আগেই চলে যান, রাতে ফেরেন। তাই আমার সঙ্গে দেখা হয় না।

গিরিজা। এই তলায় কাল কোন নতুন লোক এসেছে ?

বংশী। আজ্ঞে না।

গিরিজা। কাল রাত্রে কোন রকম গোলমাল কি গুলির আওয়াজ কিছু শুনেছিলে ?

বংশী। না হুজুর।

গিরিজা। কুমার বাহাদুরের সঙ্গে কেউ কখনও দেখা করতে এসেছিল ?

বংশী। না। (একটু ভেবে) একটা কথা—

গিরিজা। কি ? বল।

বংশী। একজন লোক একদিন ওঁর খোঁজ করতে আসে। তিনি তখন বাইরে। আসতেই তাঁকে জানাই। তাতে বলেছিলেন কখনও যেন লোকটাকে আসতে দেওয়া না হয়। অনাথকেও বলেছিলেন।

গিরিজা। তাই নাকি! ভদ্রলোকের নাম কি?

বংশী। আজ্ঞে নামটা পেটে আছে, মুখে আসছে না।

গিরিজা। এটা কতদিন আগেকার ঘটনা?

বংশী। প্রায় মাসখানেক হবে। তারপর সেই ভদ্রলোক আট-দশবার কুমার বাহাদুরের খোঁজে এসেছিলেন।

গিরিজা। অনাথও তাঁকে দেখেছে?

বংশী। না হুজুর। তিনি বিকেলের আগে আসতেন। কখনও পরে আসেন নি।

গিরিজা। অনাথের হয়ত' নামটা মনে থাকতে পারে?

বংশী। তা পারে।

গিরিজা। অনাথ এসেছে?

বংশী। আজ্ঞে না। অন্যদিন এতক্ষণ এসে পড়ে। এবার যাব হুজুর? লিফ্‌টে আমিই এখন আছি।

গিরিজা। আচ্ছা যাও।

কার্ত্তিক। এক মিনিট। তোমাদের এই পোষাকগুলো তো বেশ। সকলকে দেওয়া হয় বুঝি?

বংশী। আজ্ঞে না। শুধু লিফ্‌ট্‌ ম্যানদের।

কার্ত্তিক। ক'টা ক'রে দেওয়া হয়?

বংশী। আমার একটা, আর অনাথের একটা। অনাথের আগে যে

লিফ্‌ট্‌ম্যান ছিল তার পোষাকটা নীচের ঘরে পড়ে আছে। সেটা আমাদের কারুর গায়ে হয় না।

কার্ত্তিক। ওঃ। আচ্ছা যাও। কিন্তু হোটেলের বাইরে যেও না, দরকার হতে পারে।

বংশী। আচ্ছা হুজুর।

বংশীর প্রস্থান

কার্ত্তিক। বংশীর পোষাকের কাঁধটা তো ছেঁড়া ছিল না।

গিরিজা। না! তবে বদলে নেবার সময় পেয়েছে।

কার্ত্তিক। জামা তো ওদের মোটে একটা ক'রে।

গিরিজা। তা বটে।

কার্ত্তিক। গণেশবাবুকে লিফ্‌টে ক'রে আনবার কথাটা নিয়ে একটু গোল হচ্ছে।

গিরিজা। হুঁ। একজন কেউ মিথ্যে কথা বলছে। আঙ্গুলের ছাপ কি রকম উঠেছে?

কার্ত্তিক। (অ্যাশট্রে ভালভাবে দেখে) পরিষ্কার।

গিরিজা। বেশ। রতনলাল!

রতনলালের প্রবেশ

রতন। কি বলছেন স্যর?

গিরিজা। এই নোটগুলো নাও—রুমালে ক'রে নাও, হাত দিও না, আর এই অ্যাশট্রেটাও নাও।

কার্ত্তিক। দু'টোতেই আঙ্গুলের ছাপ আছে। আপিসে মিলিয়ে দেখে ফলাফল আমাদের ফোনে জানাবে।

গিরিজা। রুমালে বেঁধে খুব সাবধানে নিয়ে যাবে। যেন ছাপ মুছে না যায়।

রতন। না স্যর।

সব রুমালে বেঁধে নিল

গিরিজা। হোটেলে কেউ কুমার বাহাদুরকে চিনত বললে ?

রতন। না স্যর। সকলেরই এক কথা। মুখচেনা আছে মাত্র। তিনি কারো সঙ্গে মিশতেন না।

গিরিজা। হুঁ। দামোদরবাবুকে আসতে বলেছ ?

রতন। হ্যাঁ। একটা কাজ সেরেই আসছেন বললেন।

গিরিজা। আচ্ছা যাও। হ্যাঁ শোন, তুমি নিজে না গিয়ে আর কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও।

রতন। আচ্ছা স্যর।

রুমালে বাঁধা জিনিষগুলি নিয়ে রতনলালের প্রস্থান

কার্ত্তিক। আঙ্গুলের ছাপ এক হ'লে কাজ অনেকটা এগোতে পারে।

গিরিজা। আর যদি না মেলে তা হ'লে বংশীকে বাদ দেওয়া চলবে।

কার্ত্তিক। বংশী যে লোকের কথা বললে—যাকে কুমারবাহাদুর খুব ভয় করতেন—

গিরিজা। এখনও কিছু বলা শক্ত। বংশী যদি দোষী হয় তো সে ভাঁওতা দেবার চেষ্টা করবে বই কি।

দরজায় খট্ খট্ ধ্বনি

কার্ত্তিক। কে ? ভেতরে আসুন।

দামোদরবাবুর প্রবেশ

দামোদর। কিছু মনে করবেন না। একটা কাজে আটকে পড়ে দেরী হয়ে গেল।

গিরিজা। না, না, ঠিক আছে। বসুন।

দামোদরবাবু বসিলেন

পাশের ঘরের নিশিকান্তবাবুর সম্বন্ধে কি জানেন বলুন তো।

দামোদর। বিশেষ কিছু জানিনে। তিনি অদ্ভুত লোক। অবশ্য খারাপ ভাবে একথা বলছি না—

গিরিজা। একটু পরিষ্কার ক'রে বলুন।

দামোদর। তিনি চিঠি লিখে ঘর ভাড়া করেন, সঙ্গে এক সপ্তাহের ভাড়াও পাঠিয়ে দেন। চিঠিটা "মেডেন্স" হোটেল থেকে এসেছিল। যিনি ওরকম হোটেলে থাকেন, তাঁর সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ থাকতে পারে না।

কার্ত্তিক। শুধু এক সপ্তাহের ভাড়া?

দামোদর। হ্যাঁ। তিনি লিখেছিলেন যে একটা ফ্ল্যাট চাই, কিন্তু তিনি যে আসবেনই তার কোন ঠিক নেই। অবশ্য ব্যাপারটা আমার কাছেও কেমন কেমন লেগেছিল, তবে যখন অগ্রিম টাকা দিচ্ছেন—

গিরিজা। সে তো বটেই।

দামোদর। কখন আসেন কখন যান টেরই পাই না।

কার্ত্তিক। কেউ এলে আপনারা খোঁজ রাখেন না?

দামোদর। কতলোক আসছে যাচ্ছে, আমি আপিসে বসে কি তার খোঁজ রাখতে পারি। প্রথমে ভেবেছিলুম এক সপ্তাহ পরে ফ্ল্যাট ছেড়ে

দেবেন, কারণ তাঁর আসবার কোন চিহ্নই দেখলুম না। কিন্তু গত সোমবারে একজন চাকর এসে আমায় একটা সীল করা খাম দিল। খুলে দেখি নিশিকান্তবাবু আর এক সপ্তাহের ভাড়া পাঠিয়ে দিয়েছেন, আর ফ্ল্যাটের চাবিটা চেয়েছেন। চাকরটা চাবি নিয়ে চলে যাবার পর হঠাৎ মনে হল কিছু জিজ্ঞেস করলে হ'ত। তখন সে চলে গেছে। আর করকরে টাকা হাতে এলে—

কার্ত্তিক। কে আর ছাড়তে চায় ?

দামোদর। (হেসে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

গিরিজা। আপনি কখনও তাঁকে দেখেন নি ?

দামোদর। না, বোধ হয় কেউই দেখে নি। (একটু ভেবে) হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। অনাথ একদিন দেখেছিল। রাত্রি সাড়ে আটটা হবে। আমি তখন একটা কাজে বাইরে গিছলুম। অনাথ লিফ্‌ট্‌ থেকে উঁকি মেরে দেখলে নিশিকান্তবাবুর ঘর থেকে কে একজন বেরিয়ে এসে লিফ্‌টে উঠলেন। জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন—'আমার নাম নিশিকান্ত মুখোপাধ্যায়। কাল আসব বলে ঘরটা একবার দেখতে এসেছিলুম।' তার পর লিফ্‌ট্‌ নীচে নামতেই তিনি চলে গেলেন।

কার্ত্তিক। আপনাকে এসব কথা কে বললে ?

দামোদর। আমি ফিরে আসতে অনাথ বলেছিল।

গিরিজা। আচ্ছা, ওঘরটা একবার খুলতে পারেন ? দরজার এধারটা খোলা রয়েছে—

দামোদর। (দরজার কাছে গিয়ে দেখে) কিন্তু তা তো থাকবার কথা নয়। দু দিক থেকেই বন্ধ থাকা উচিত। (ধাক্কা দিয়ে) ও দিকটা বন্ধ রয়েছে। আমি গিয়ে খুলে দিচ্ছি। আমার কাছে সব ঘরের

ডুপ্লিকেট চাবি আছে। মালিকের অনুপস্থিতিতে সেই চাবি দিয়ে দরজা খুলে ঝি-চাকরেরা ঘর পরিষ্কার করে।

প্রস্থান

কার্ত্তিক। কিছুই তো কূলকিনারা পাওয়া যাচ্ছে না।

গিরিজা। না। এই নিশিকান্তবাবুকে নিয়ে আবার এক ফ্যাসাদ। লোকটার অমন লুকোচুরির দরকার কি?

কার্ত্তিক। আর আসব বলে এলেনই না বা কেন?

গিরিজা। তার ওপর আবার কেউ তাঁকে চেনে না।

কার্ত্তিক। এক অনাথ ছাড়া।

গিরিজা। সেও একবার মাত্র দেখেছে। টুকে নিচ্ছ তো?

কার্ত্তিক। (নোটবুক দেখিয়ে) হ্যাঁ। প্রত্যেক কথাটি নোট ক'রে নিচ্ছি। শর্ট হ্যাণ্ডে।

গিরিজা। দামোদরবাবু ও ঘরে ঢুকেছেন। দরজা খোলবার চেষ্টা করছেন, শুনতে পাচ্ছ?

কার্ত্তিক। হুঁ। এক ঘরে নড়াচড়া করলে আর এক ঘর থেকে শোনা যায়। সুতরাং কুমারবাহাদুরের গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্য ওঘরে ওৎপেতে থাকা আশ্চর্য্য নয়।

গিরিজা। ধীরে। বড্ড তাড়াতাড়ি এগোচ্ছো।

মাঝের দরজা খুলে দামোদর ঢুকলেন

দামোদর। এ ঘরের এখনও কাজ হয় নি—

গিরিজা। (দরজার কাছে গিয়ে) সাবধান! নড়বেন না। পায়ের

দাগ দেখছি। কার্ত্তিক দেখ, এ ঘরের পায়ের দাগের সঙ্গে ওঘরের পায়ের দাগ হুবহু মিলে যাচ্ছে।

কার্ত্তিক। (দেখে) একই রবার সোলের জুতো—

গিরিজা। একেবারে এক। কোনও ভুল নেই।

হঠাৎ ওঘরে গিয়ে কার্ত্তিক দরজার পাশ থেকে
কি একটা তুলে নিয়ে এলেন

কার্ত্তিক। এ যে কার্ট্রিজ কেস দেখছি।

গিরিজা। (দেখে) তাই তো। (রিভলভারটা টেবিলের ওপর থেকে নিয়ে ফিট ক'রে) ঠিক ফিট করছে। আমি এইটাই ভেবেছিলুম, তবে ওঘরে আশা করি নি।

দামোদর। (অবাক হয়ে) কিন্তু এসবের অর্থ কি?

গিরিজা। অর্থ এই যে, নিশিকান্তবাবু আর ফিরবেন না।

দামোদর। কেন? তিনিই কি কুমারবাহাদুরকে—

গিরিজা। বলা যাচ্ছে না, তবে তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ—

দামোদর। এ তো ভারী মুস্কিল। হোটেলটা দেখছি এরাই পাঁচজনে মিলে উঠিয়ে দেবে।

প্রস্থান

গিরিজা। এইবার ঠিক হয়েছে।

কার্ত্তিক। কি?

গিরিজা। নিশিবাবু আর কুমারবাহাদুর যাঁকে ভয় করতেন উভয়ে এক লোক। বংশী তাঁকে দেখেছে। তাই নাম ভাঁড়িয়ে ঘর ভাড়া

করলেন। আর রাতে ছাড়া আসতেন না, কারণ বংশী রাতে থাকে না।

কার্ত্তিক। তা হ'লে নিশিকান্ত তাঁর নাম নয় ?

গিরিজা। না।

কার্ত্তিক। ও ঘরে কার্টি্জ কেসটা গেল কেমন ক'রে ?

গিরিজা। আমার মনে হয়, এই মাঝের দরজাটা খুলে এইখানে দাঁড়িয়ে কুমারবাহাদুরকে গুলি করা হয়েছিল।

কার্ত্তিক। গুলি ক'রে কার্টি্জ কেসটা বার না করলে কি সেটা আপনি বেরিয়ে পড়ে ?

গিরিজা। সাধারণত বেরোয় না, তবে হঠাৎ হাতের চাপ লেগে বেরিয়ে গেলেও যেতে পারে।

কার্ত্তিক। যে রিভলভারটা ফেলে গেছে, সে গুলি করবার পর নিজে ইচ্ছে ক'রেই খালি কেসটা বার করে নি।

গিরিজা। মনে তো হয় না। রিভলভারে নম্বর লেখা আছে। থানায় পাঠিয়ে দিই। লাইসেন্স বুক থেকে মালিকের নাম-ধাম সংগ্রহ হয়ে যাবে।

একটা কাগজ হাতে রতনের প্রবেশ

কার্ত্তিক। কি খবর ? হাতে রক্তমাখা ওটা কি ?

রতন। আমি বাইরে যে বেঞ্চটায় বসে আছি, সেটার তলায় এটা পড়েছিল। একটু আগে হঠাৎ নজরে পড়ল।

গিরিজা। প্রথম থেকেই ছিল কি ?

রতন। বলতে পারি না স্যর। লক্ষ্য করিনি।

গিরিজা। কাগজটা দেখি। (হাতে নিয়ে) এ যে কি লেখা রয়েছে! আচ্ছা, তুমি যাও।

রতনের প্রস্থান

কার্ত্তিক। তাই ত। যেন নভেল মনে হচ্ছে।

গিরিজা। পড় ত' শুনি।

কার্ত্তিক। (পাঠ) "মুষলধারে বৃষ্টি আর ঝড়। যেন প্রলয় উপস্থিত। আকাশ গুমরে গুমরে কাঁদছে আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে। বাসন্তীর মনের অবস্থাও তদ্রূপ। সে ভাবছে—" এ কি!

গিরিজা। কি হ'ল?

কার্ত্তিক। এই দেখুন। লেখা বন্ধ ক'রে একটু ফাঁক দিয়ে আবার কি একটা—

গিরিজা। (কাছে গিয়ে দেখে) তাই তো!

কার্ত্তিক। "বনমালী সাহা রিভলভার হাতে পিছন থেকে ঘরে ঢুকেছে। সামনে আরশিতে দেখতে পাচ্ছি। যদি আমার কিছু হয়, তবে—" এইখানে লেখা থেমে গেছে।

গিরিজা। ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার তো। কাগজটার ওপর কালকের তারিখ রয়েছে! সামনে আরশিও রয়েছে।

কার্ত্তিক। তবে এ ঘটনা সত্যি। কালই ঘটেছিল, আর আততায়ীর নাম বনমালী সাহা।

গিরিজা। ঠিক হয়েছে। (চেঁচিয়ে) রতন, রতন! (কার্ত্তিকের প্রতি) হয়ত' এই লোকটাকেই কুমারবাহাদুর ভয় করতেন।

কার্ত্তিক। সে তো বংশীকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে।

রতনের প্রবেশ

গিরিজা। রতন, বংশী কোথায় ?

রতন। লিফ্‌টে।

গিরিজা। এক্ষুনি পাঠিয়ে দাও।

রতন। দিচ্ছি।

প্রস্থান

গিরিজা। (মাঝের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে) নিশিকান্ত আর বনমালী যে একই লোক—তাতে আর সন্দেহ নেই।

কার্ত্তিক। অর্থাৎ বনমালী নাম ভাঁড়িয়ে নিশিকান্ত সেজে পাশের ঘরে থাকতেন।

গিরিজা। হুঁ। (রিসিভার তুলে) লাইন প্লীজ। (কার্ত্তিককে) "মেডেন্স" হোটেলের নম্বর কত ?

কার্ত্তিক। জানি না।

গিরিজা। পুলিশের চাকরি কর আর এত বড় হোটেলটার নম্বর জান না। ডিরেক্টরী থেকে দেখে দাও।

কার্ত্তিক। (দেখে) পি. কে. 0123

বংশীকে নিয়ে রতনলালের প্রবেশ

গিরিজা। রতন, "মেডেন্স" হোটেল চেন ? (ফোনে) পি. কে. 0123 প্লীজ, ইয়েস। (রতনকে) একবার এখুনি সেখানে যাবে। গিয়ে—(ফোনে) মিস্টার বনমালী সাহা আছেন ? না, না, ডাকতে হবে না।—কি বললেন ? আজই চলে যাবেন। ওঃ, এমনি জিজ্ঞেস

করছিলুম।—না কিছু বলতে হবে না। ধন্যবাদ। (ফোন রেখে) হ্যাঁ, সেখানে গিয়ে বনমালীবাবুকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এখানে চলে আসবে। কোন আপত্তি শুনবে না। বলবে ডিটেক্‌টিভ পুলিশের কাজ। আর একবার মিস্‌ রায়কে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলে যাবে।

রতনের প্রস্থান

বংশী, নামটা শুনে কিছু মনে পড়ছে?

বংশী। আজ্ঞে হ্যাঁ। যে লোকটির সঙ্গে কুমারবাহাদুর দেখা করতে নারাজ ছিলেন, এ তাঁরই নাম। তখন ঠিক মনে করতে পারছিলুম না।

কার্ত্তিক। তাঁকে দেখলে চিনতে পারবে তো?

বংশী। আজ্ঞে হ্যাঁ। কতবার দেখেছি।

গিরিজা। অনাথ এসেছে?

বংশী। না। হয়ত' অসুখ করেছে। তা না হ'লে এতক্ষণ এসে পড়ত।

কার্ত্তিক। কোথায় থাকে? ডাকতে পার?

বংশী। কাছেই। এখুনি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি।

গিরিজা। হ্যাঁ। গিয়ে একবার দেখ।

বংশীর প্রস্থান

কার্ত্তিক। অনাথকে না পাওয়া গেলেই মুস্কিল। বনমালীকে নিশিকান্তরূপে কেবলমাত্র অনাথই দেখেছে।

গিরিজা। আর নিশিকান্তকে বনমালীরূপে বংশী দেখেছে। সুতরাং

দু'জনকেই এক সঙ্গে চাই। তুমি এই রিভলভারটা কাউকে দিয়ে থানায় পাঠাবার ব্যবস্থা কর।

রিভলবার নিয়ে কার্ত্তিকের প্রস্থান

টেলিফোন বাজল। গিরিজা রিসিভার তুলে নিলেন

হ্যালো—হ্যাঁ, আমি গিরিজা। গুলিটা বের করেছ? রিভলভারটা পাঠাচ্ছি। ফিট হয় কি-না দেখ। হ্যাঁ, আঙ্গুলের ছাপের জন্য কতকগুলো নোট আর একটা অ্যাশট্রে পাঠিয়েছি। পেয়েছ? ওঃ পরীক্ষা চলছে। আচ্ছা, হ'লেই খবর দিও। অ্যাঁ, কি বললে? ডান হাতের ন'খে খানিকটা চামড়া আর রক্ত লেগেছিল? হ্যাঁ বুঝেছি। কাউকে খিমচে নিলে যেরকম হয়। মাংস শুদ্ধ উঠে এসেছে। ওঃ আচ্ছা ধন্যবাদ।

রিসিভার রেখে দিলেন। দরজায় খট্ খট্ ধ্বনি

গিরিজা। আসুন, ভেতরে আসুন।

মিস্ নীহার রায়ের প্রবেশ

বসুন মিস্ রায়।

নীহার। (বসে) যা জানতুম সবই তো বলেছি।

গিরিজা। কুমারবাহাদুরের মৃত্যু সম্বন্ধে আপনাকে আরও দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার ছিল।

নীহার। আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ।

গিরিজা। এই পাশের ঘরের নিশিকান্তবাবুকে চিনতেন? অ্যাঁ, কি হ'ল! মিস্ রায়—(দরজার কাছে গিয়ে) কার্ত্তিক, শিগ্‌গির এস।

কার্ত্তিক। (দরজায় এসে) কি স্যর?

গিরিজা। মিস রায় অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

কার্ত্তিক। তাই তো, ভারী মুস্কিল।

গিরিজা। তুমি গিয়ে সুশীলাকে চট ক'রে ডেকে আন।

কার্ত্তিকের প্রস্থান

গিরিজা ব্যস্তভাবে রাইটিং প্যাড্ তুলে নিয়ে
হাওয়া করতে লাগলেন

একটু পরে সুশীলাকে নিয়ে কার্ত্তিকের প্রবেশ

সুশীলা। আমার ঘরের কাজ—

গিরিজা। দেখ, ইনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন—

সুশীলা। ও কিছু নয়। মুখে জল দেন নি কেন?

ঘরের কোণের কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল এনে সুশীলা মিস্ রায়ের চোখে
মুখে ছিটিয়ে দিল। একটু হাওয়া করতেই
জ্ঞান ফিরে এল

নীহার। আমি—এ কি!

গিরিজা। আপনি অজ্ঞান হয়ে গিছলেন।

নীহার। ছিঃ ছিঃ, আপনাদের কষ্ট দিলুম।

গিরিজা। না, না। বরং আমরাই আপনাকে কষ্ট দিলুম। সেজন্য খুবই দুঃখিত।

নীহার। এখন যেতে পারি? বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

গিরিজা। নিশ্চয়ই। সুশীলা, ওঁকে ঘরে পৌছে দাও।

নীহার। আমি একলাই যেতে পারব।

উঠে ধীরে ধীরে চলে গেলেন

সুশীলা। এবার আমিও যাই। আমার কাজকর্ম্ম—

গিরিজা। তুমি এই পাশের ঘরের লোকটিকে দেখেছ?

সুশীলা। না, একবারও না।

গিরিজা। দেখলে চিনতে পারবে?

সুশীলা। আপনি পারেন?

প্রস্থান

গিরিজা। কি বললে?

কার্ত্তিক। যাকে দেখেনি তাকে কি ক'রে চিনবে?

গিরিজা। তাও তো বটে।

কার্ত্তিক। মিস্ রায় হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলেন কেন?

গিরিজা। জানিনে। এসেই বললে শরীর খারাপ। পরে পাশের ঘরের লোকটিকে চেনেন কি-না জিজ্ঞেস করতেই অজ্ঞান।

কার্ত্তিক। এইবার স্যর আমিও অজ্ঞান হব।

গিরিজা। কেন? তোমার আবার কি হ'ল?

কার্ত্তিক। খিদেয় প্রাণ যে বাপান্ত।

গিরিজা। হ্যাঁ, একটু চা খেলে মন্দ হ'ত না।

কার্ত্তিক। চলুন হোটেলের রেস্তরাঁ থেকে কিছু খেয়ে আসি।

গিরিজা। কিন্তু ঘরটা—

কার্ত্তিক। তালা বন্ধ করে দেব। আর বাইরে একটা পুলিশ মোতায়েন ক'রে দেওয়া যাবে।

উভয়ের প্রস্থান

গিরিজা। বেশ, চল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

একই দৃশ্য

গিরিজা। এতক্ষণে মালিনী দেবীর আসা উচিত ছিল।

কার্ত্তিক। হয় ত' ছবি নিয়ে ব্যস্ত আছেন। আমি তো বহুক্ষণ তাঁকে ডাকতে লোক পাঠিয়েছি।

দরজায় খট্‌খট্‌ ধ্বনি

ঐ বোধ হয় এসেছেন। (দরজা খুলে) আসুন, মালিনী দেবী।

মালিনী। (ঢুকে) কই, আমার ঘরে গেলেন না ?

কার্ত্তিক। কাজে বড্ড ব্যস্ত ছিলুম।

গিরিজা। বসুন।

মালিনী। (বসে) থ্যাঙ্ক ইউ।

গিরিজা। আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম, কারণ—

মালিনী। এক মিনিট। (কার্ত্তিকের প্রতি) দেখুন বেছে বেছে এই ছবিটা আমার পছন্দ হয়েছে।

কার্ত্তিককে ছবি দিলেন

কার্ত্তিক। (নিয়ে) ধন্যবাদ।

মালিনী। ভাল ক'রে দেখুন।

কার্ত্তিক। (দেখে) চমৎকার!

মালিনী। বেশ ভাল উঠেছে। কি বলেন? কারা তুলেছে জানেন? ঐ যে বোর্ণিও না কি আছে—

কার্ত্তিক। বোর্ণিও অ্যাণ্ড গিল্ডারস্টেন—

মালিনী। হ্যাঁ, হ্যাঁ। বোর্ণিও অ্যান গিলিডারটেন। কেমন পোজটা?

গিরিজা। এইবার কাজের কথা আরম্ভ করা যাক।

মালিনী। নিশ্চয়ই। দেখুন ছবি কিন্তু বার করা চাই।

গিরিজা। আমরা এই পাশের ঘরের লোকটির সম্বন্ধে জানতে চাই।

মালিনী। গিয়ে আলাপ ক'রে এলেই পারেন। আপনারা পুলিশের লোক। যার বাড়ীতে ইচ্ছে ঢুকে পড়া, যাকে তাকে হায়রাণ করা—এ তো আপনাদের নিত্য কর্ম্ম।

গিরিজা। পরামর্শটা ভাল, কিন্তু তিনি এখন নেই। আপনার ঘরের সামনে তার ঘরের দরজা, তাই—

মালিনী। তাই কি?

গিরিজা। যদি আপনার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়ে থাকে। তাঁর নাম নিশিকান্ত মুখোপাধ্যায়।

মালিনী। না, আমি তাঁকে চিনি না। আপনি কি বলতে চান ঘরের সামনে দরজা থাকলেই গায়ে পড়ে গিয়ে আলাপ করব। সে রকম মেয়ে আমি নই।

গিরিজা। কিন্তু স্বামীর ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার মত মেয়ে তো আপনিই।

মালিনী। তাতে আপনাদের কি? বার বার এক কথা বলার কি প্রয়োজন? বেশ করেছি, চলে এসেছি। একটা জার্নালিস্ট স্বামী,

দেড়শ' টাকা মাইনে আর ত্রিশ টাকার ফ্ল্যাট। তাতে আমার পোষাতো না। আবার বাবা গদাই মিত্তির শেয়ার মার্কেটে অনেক টাকা করেছিলেন। আমার রুচিও তেমনি হয়েছিল। যে সব সোসাইটীতে তিনি আমায় মিশিয়েছিলেন তারপর অমন লোকের সঙ্গে বিয়ে দেওয়াটাই তাঁর অন্যায় হয়েছিল। কিন্তু আপনি সে কথা ক্রমাগত তুলছেন কেন? এ কেসের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ?

গিরিজা। কিচ্ছু না। তবুও তুলছি, কারণ আপনার স্বামী আর আমি একসঙ্গে স্কুলে পড়েছিলুম। আচ্ছা, আপনি এখন যেতে পারেন।

মালিনী। দেখা হ'লে আপনার বন্ধুকে বলবেন যে মাস্টার আর জার্নালিস্টদের বিয়ে করা শোভা পায় না, বিশেষ ক'রে আমাদের মত মেয়েদের।

কার্ত্তিকের হাত থেকে ছবি কেড়ে নিয়ে প্রস্থান

গিরিজা। ওকে দেখলে আমার পিত্তি জ্বলে যায়। কার্ত্তিক, গণেশবাবুকে ডেকে দিতে বল।

কার্ত্তিক চলে গেলেন

চেয়ারে বসে গিরিজা কার্ত্তিকের নোট বইতে লিখতে লাগলেন। কার্ত্তিক এলেন

কার্ত্তিক। একটা চাকর যাচ্ছিল। তাকে বলে দিয়েছি। লোকটা এবার ক্ষেপে উঠবে।

গিরিজা। উপায় কি? তবে সময় নষ্ট করাবো না। আমাদের চেয়ে ও বেশী ব্যস্ত।

কার্ত্তিক। বনমালীবাবুকে নিয়ে রতনের এতক্ষণ ফেরা উচিত ছিল।

গিরিজা। তুমি একবার মিস্ রায়ের কাছে যাও। নিশিকান্ত-বাবুকে চেনেন কি-না জিজ্ঞেস কোরো।

দরজার কাছে গণেশকে দেখা গেল

আসুন গণেশবাবু, ভেতরে আসুন।

গণেশ এলেন ও কার্ত্তিক চলে গেলেন

গণেশ। এবার কি চাহেন? জানেন আমার কাজের—

গিরিজা। কিছু মনে করবেন না। আধ মিনিট। বসুন।

গণেশ। (বসে) জল্‌দি করিয়া বলিয়া ফেলেন।

গিরিজা। এই পাশের ঘরের লোকটির সম্বন্ধে আপনি কি জানেন? নাম নিশিকান্ত—

গণেশ। হামি কুছু জানে না।

গিরিজা। এই হোটেলে কোন দিন তাঁকে দেখেছেন?

গণেশ। কেমন দেখতে আছেন?

গিরিজা। তা তো আমি জানি না।

গণেশ। আপ যাকে দেখা নহি সেই আদমীকে হামি চেনে কি-না—বাবুজী, আপকে লিয়ে হামি এক গিলাস সরবত পাঠিয়ে দেবে।

গিরিজা। মানে, আমি জিজ্ঞেস করছিলুম, এই ফ্ল্যাটে কাউকে আসতে যেতে দেখেছেন কি?

গণেশ। না।

গিরিজা। আচ্ছা, এখন যেতে পারেন। ধন্যবাদ।

গণেশ চলে গেলেন

গিরিজা খাতায় লিখতে লাগলেন। কার্ত্তিক এলেন

গিরিজা। মিস রায় কি বল্লেন? চেনেন?

কার্ত্তিক। না। কখনও দেখেন নি পর্য্যন্ত।

গিরিজা। আমিও তাই ভেবেছিলুম। এখন অনাথ এসে পড়লে বাঁচি। হ্যাঁ, আপিস থেকে ফোন করছিল, কুমারবাহাদুরের ডান হাতের ন'খে রক্ত আর চামড়া লেগেছিল।

কার্ত্তিক। তার মানে হুটোপাটির সময় কারুর গা খিমচে গিছল।

দরজায় খট্‌খট্‌ ধ্বনি

কে? কি চাও?

অনাথ। (নেপথ্যে) আমায় ডেকেছিলেন?

কার্ত্তিক। কে তুমি?

অনাথ। (নেপথ্যে) আমি এখানকার লিফ্‌টম্যান। আমার নাম অনাথ।

গিরিজা। ওঃ! অনাথ? ভেতরে এস।

অনাথের প্রবেশ

গিরিজা। এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

এক দৃষ্টে অনাথকে দেখতে লাগলেন

অনাথ। আজ্ঞে আমার একটু জ্বরের মত হয়েছিল।

গিরিজা। ওঃ। অনাথ—তোমার নাম কি?

অনাথ। অনাথ।

গিরিজা। আর কোন নাম আছে ?

অনাথ। আজ্ঞে না।

গিরিজা। তোমায় যেন কোথায় দেখেছি মনে হচ্ছে।

অনাথ। আমি কিন্তু আপনাকে এই প্রথম দেখলুম।

গিরিজা। অনেক দিন আগেকার কথা। তুমি কিংবা ঠিক তোমার মত দেখতে কেউ—হ্যাঁ, আমরা পুলিশের লোক। কুমার জগদীশপ্রসাদ পাইনকে আজ সকালে মৃত অবস্থায় এই ঘরে পাওয়া যায়। মাথায় গুলির আঘাত।

অনাথ। এই মাত্র এসে বংশীর মুখে শুনলুম।

গিরিজা। এখুনি একজন ভদ্রলোক আসবেন। তুমি তাঁকে চেন কি-না বলবে।

অনাথ। কে ?

গিরিজা। পাশের ঘরের নিশিকান্তবাবু। তাঁকে চেন ?

অনাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ। একবার তাঁকে দেখেছিলুম।

গিরিজা। আবার দেখলে চিনতে পারবে তো ?

অনাথ। পারব। লিফ্‌টে ওপর থেকে নীচে নিয়ে গিছলুম। দু-একটা কথাও হয়েছিল।

গিরিজা। কোন ভুল হবে না।

অনাথ। না।

গিরিজা। যাক বাঁচা গেল। তিনি ঘরে ঢুকবেন, তুমি তাঁকে ভাল ক'রে দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে। যতক্ষণ না ডেকে পাঠাই বাইরে অপেক্ষা করবে। চিনতে পেরেছ তা জানতে দেবে না।

অনাথ। কাকে চিনব ?

গিরিজা। তুমি দেখে বলবে সেই ভদ্রলোক নিশিকান্তবাবু কি-না। তিনি অন্য নামে পরিচয় দেবেন।

অনাথ। কি নাম?

গিরিজা। বনমালী সাহা।

অনাথ। ওঁকেই তো কুমারবাহাদুর ভয় পেতেন; আমাদের বলে দিয়েছিলেন উনি এলেই যেন বলে দিই যে তিনি ঘরে নেই।

গিরিজা। তুমি বনমালীবাবুকে দেখেছ?

অনাথ। না। বংশী অনেকবার দেখেছে।

রতনলাল এলেন

রতন। বনমালীবাবু এসেছেন।

গিরিজা। ভেতরে পাঠিয়ে দাও।

রতনের প্রস্থান পরে বনমালীর প্রবেশ

বনমালী। আমাকে এরকমভাবে ডেকে আনবার কারণ জানতে পারি কি?

অনাথ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল

গিরিজা। বসুন।

বনমালী। (বসে) ধন্যবাদ

গিরিজা। আমি ইন্সপেক্টর গিরিজাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, আর ইনি আমার সহকর্ম্মী।

বনমালী। এটা তো থানা নয়?

গিরিজা। না। 'হোটেল ক্যাসিনো'। কেন, আপনি কি আগে কখনও এখানে আসেন নি?

বনমালী। না। কলকাতায় এই প্রথম এসেছি।

গিরিজা। কুমার জগদীশপ্রসাদ পাইনকে চিনতেন?

বনমালী। জগদীশপ্রসাদ পাইন? কই না। এ নামে কাউকে চিনি বলে তো মনে পড়ছে না।

গিরিজা। তাই নাকি?

বনমালী। এক কাজ করুন না। আমার কথায় বিশ্বাস না হয় তো তাকে এখানে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করুন আমায় চেনেন কি-না? তা হ'লেই সব ল্যাঠা চুকে যায়।

গিরিজা। উপায় থাকলে তাই করতুম। তাঁকে কাল রাত্রে কেউ হত্যা করেছে।

বনমালী। তা হ'লে আর কি করা যাবে বলুন?

গিরিজা। তিনি মারা গেছেন শুনে আপনি বিশেষ দুঃখিত হলেন বলে তো মনে হ'ল না।

বনমালী। রোজ কত কোটি লোক মারা যাচ্ছে। সকলের জন্য দুঃখ করতে হলে তো কেঁদে কেঁদেই মরতে হয়। যাকে চিনিনে তার মরা-বাঁচায় আমার কি?

গিরিজা। তা বটে। আচ্ছা, আপনি কি 'হোটেল ক্যাসিনো'তে এই প্রথম এলেন?

বনমালী। হ্যাঁ। কারণ এখানে আসতে হলে কলকাতায় আসা দরকার।

গিরিজা। কার্ত্তিক, একবার বংশীকে ডেকে আন' তো।

কার্ত্তিক চলে গেলেন

আপনার স্মরণশক্তি কি একটু কম ?

বনমালী। পুলিশে চাকরির চেষ্টা কখনও করি নি, তাই ঠিক বলতে পারছি না।

গিরিজা। বংশী নামে এখানে একজন লিফ্‌টম্যান আছে, তাকে চেনেন ?

বনমালী। না। এখানে কখনও এলুম না—অথচ এখানকার লিফ্‌টম্যানকে চিনব, এ কি রকম কথা ?

গিরিজা। তা ঠিক। আচ্ছা বনমালীবাবু, আপনি লোকের চেহারা মনে রাখতে পারেন ?

বনমালী। তা একটু পারি বলেই মনে হয়।

বংশীকে নিয়ে কার্ত্তিকের প্রবেশ

গিরিজা। বংশী, তুমি এঁকে চেন ?

বংশী। আজ্ঞে হ্যাঁ। ইনি কয়েকবার এসে কুমারবাহাদুরের খোঁজ করেছিলেন।

গিরিজা। কুমারবাহাদুর দেখা করেছিলেন ?

বংশী। আজ্ঞে না। তিনি বলে দিয়েছিলেন—ইনি এলেই যেন বলে দেওয়া হয় যে তিনি বাইরে গেছেন।

গিরিজা। কোন ভুল হচ্ছে না তো ?

বংশী। আজ্ঞে না। ঠিক চিনতে পেরেছি।

গিরিজা। এঁর নাম বলতে পার ?

বংশী। বাবু বনমালী সাহা।

গিরিজা। বনমালীবাবু কি বলেন ?

বনমালী। যাক্, এ নিয়ে বেশী—

গিরিজা। বংশী, তুমি এবার যেতে পার।

বংশী চলে গেল

আপনি তবে কুমারবাহাদুরকে চিনতেন ?

বনমালী। হ্যাঁ।

গিরিজা। এতক্ষণ মিথ্যে কথা কইছিলেন কেন ?

বনমালী। মানে—সামান্য একটু আলাপ ছিল মাত্র।

গিরিজা। প্রায়ই ওঁর খোঁজে আসতেন কেন ?

বনমালী। আমার কাছ থেকে উনি কিছু টাকা ধার করেছিলেন। তারই তাগাদায়।

গিরিজা। আপনি কি রিভলভার উঁচিয়ে টাকা আদায় করেন ?

বনমালী। হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন ?

গিরিজা। কাল রাত্রে টাকা আদায় করতে আপনি কুমারবাহাদুরের ঘরে ঢুকেছিলেন কি ?

বনমালী। না। কাল এই হোটেলের কাছেও আসি নি।

গিরিজা। মিথ্যা কথা। আমি জানি—

বনমালী। কি ক'রে জানলেন ?

গিরিজা। কুমারবাহাদুরের কাছ থেকে।

বনমালী। তিনি মরবার পর আপনাকে বলেছেন—

গিরিজা। না, তিনি মরবার আগে লিখে গিছলেন—

কার্তিক। যাতে লোকে জানতে পারে কে তাঁকে হত্যা করেছে। (পাঠ) "বনমালী সাহা রিভলভার হাতে পিছন থেকে ঘরে ঢুকছে। সামনের আরশিতে দেখতে পাচ্ছি। যদি আমার কিছু হয় তবে—" ব্যস্, এইখানেই তাঁর লেখা শেষ হয়ে গেছে—

গিরিজা। এবং সেই সঙ্গে তাঁর জীবনেরও শেষ।

বনমালী। (হঠাৎ চমকে উঠে) তাই তো, চেয়ারে বসলে আরশিতে সব দেখা যায় দেখছি।

গিরিজা। এইবার ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়িয়েছে বুঝতে পারছেন বোধ হয়?

বনমালী। আপনারা কি মনে করেন আমি দোষী?

গিরিজা। ঘটনাচক্রে তাই দাঁড়িয়েছে।

বনমালী। আমি কিন্তু কুমারবাহাদুরকে ইচ্ছে করে হত্যা করিনি। অ্যাক্সিডেণ্ট—

গিরিজা। আপনি তবে স্বীকার করলেন—

বনমালী। (চমকে) অ্যাঁ, কি বললেন?

গিরিজা। স্বীকারোক্তি দিতে রাজী আছেন?

বনমালী। অগত্যা।

গিরিজা। মনে থাকে যেন যে আপনি স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকার করছেন, আমরা বাধ্য করিনি। আর দরকার হ'লে আপনার বিরুদ্ধে স্বীকারোক্তি ব্যবহার করতে পারি।

বনমালী। তা জানি।

গিরিজা। বলুন। কার্ত্তিক, এঁর বক্তব্য একটা আলাদা কাগজে লিখে নাও।

বনমালী বলতে ও কার্ত্তিক লিখতে লাগলেন

বনমালী। আমি খুব গরীবের ছেলে। কলেজে কুমারবাহাদুরের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তার দু-একটা হীন কাজে সাহায্যও করেছিলুম। তারপর বহুদিন তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয় নি। আমি অনেক কষ্টে লেখাপড়া শিখে উকিল হই। সেই সময় একটা জঘন্য কাজের জন্য সে আমার সাহায্য চায়। আমি রাজী হই না। উকীল হয়ে পয়সার জন্য দু-চারটে এমন কাজ করেছিলুম যা নীতি কিংবা ন্যায়ের চোখে গর্হিত। কুমারবাহাদুর কোন রকমে তা জানতে পারে এবং দু-একটা অকাট্য প্রমাণ জোগাড় ক'রে আমার কাছে আসে। বলে, তার কাজটা ক'রে দিলে প্রমাণগুলো ফেরত দেবে, নইলে ব্ল্যাকমেল ক'রে টাকা আদায় করবে। ক'বছর থেকে তার পীড়ন সমভাবে চলছিল। কিন্তু এবছর আমি দু-একটা ভাল কেস পাওয়াতে টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে বলে। আমি মরিয়া হয়ে একটা হেস্তনেস্ত করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠি। দেশে অনেক লোকের মধ্যে থাকে বলে সুবিধা হত' না। সে হঠাৎ কলকাতায় আসতে আমিও অনুসরণ করি। কাল সুযোগ বুঝে আমি তার ঘরে ঢুকি। তখন রাত একটা হবে। আমার তাকে হত্যা করবার উদ্দেশ্য ছিল না। শুধু ভয় দেখিয়ে তার কাছ থেকে প্রমাণগুলো আদায় করতে এসেছিলুম। ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। আমি রিভলভার উচিয়ে ঢুকে দেখি সে মাতাল অবস্থায় কি যেন লিখছে।

নাম ধরে ডাকতেই চমকে উঠে আমার দিকে চেয়ে বললে—"কে? বনমালী? কি চাও?" তখন তার নেশা ছুটে গেছে। আমি বললুম—"তোমার কাছে আমার বিরুদ্ধে যা প্রমাণ আছে সেগুলো দাও।" সে দাঁড়িয়ে উঠে বললে—"ওটা নামাও, দিচ্ছি।" আমি রিভলভার না নামিয়েই বললুম—"আগে দাও।" যন্ত্রচালিতের মত সে সেল্‌ফের কাছে গিয়ে হঠাৎ বললে—"আরে চাবিটা যে দেরাজে রয়ে গেছে।" এই বলে ফিরে এসে দেরাজ খুললে। একটু অন্যমনস্ক হয়েছি, এমন সময় দেখি সেও রিভলভার বার করে আমায় বলেছে—"যাও, এখান থেকে বেরিয়ে যাও।" আমি গত্যন্তর না দেখে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ি। ঝুটোপুটিতে রিভলভারটা আমার হাত থেকে পড়ে যায়। আর কুমারবাহাদুরেরটা কি ক'রে যেন ছুঁড়ে যায়। সে আমার হাতের মধ্যে নেতিয়ে পড়ে। দেখলুম তার মাথার মধ্যে গুলি ঢুকে গেছে। সে মারা গেছে। আমি তাড়াতাড়ি নিজের রিভলভারটা কুড়িয়ে নিয়ে সরে পড়ি।

গিরিজা। ধন্যবাদ। আপনার স্টেটমেণ্টে প্রায় সবই সত্যি কথা বলেছেন। অবশ্য দু-একটা—

বনমালী। কেন আমি তো সবই সত্য বলেছি।

গিরিজা। যা বলেছেন তা সত্য, কিন্তু কিছুটা বাদ গেছে।

বনমালী। কই মনে পড়ছে না তো।

গিরিজা। এই পাশের ঘরটা কি ভাড়া নিয়েছিলেন?

বনমালী। (অবাক হয়ে) না।

গিরিজা। কার্ত্তিক, একবার অনাথকে ডেকে আন তো।

কার্ত্তিক চলে গেলেন

আপনি কি বলতে চান যে নিশিকান্ত মুখোপাধ্যায় নামে পরিচয় দিয়ে এই পাশের ঘরটা ভাড়া নেন নি? এ হত্যাটা এ্যাক্সিডেন্ট নয়, আগে থেকে হিসেব করে ঠাণ্ডা মেজাজে—

অনাথকে নিয়ে কার্ত্তিক এলেন

অনাথ, তুমি নিশিকান্ত বাবুকে চেন?

অনাথ। একবার দেখেছিলুম।

গিরিজা। আবার দেখলে চিনতে পারবে?

অনাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

গিরিজা। এই ঘরে নিশিকান্তবাবু কে?

অনাথ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল

কই দেখাও। চুপ করে রয়েছ কেন?

অনাথ। তিনি তো এ ঘরে নেই।

গিরিজা। বল কি! (বনমালীকে দেখিয়ে) ইনি নিশিকান্তবাবু ন'ন?

অনাথ। না।

গিরিজা। (নিরাশ হয়ে) আচ্ছা, তুমি যেতে পার'। নীচে থেক'।

অনাথ চলে গেলেন

কার্ত্তিক। আপনি যখন ঘরে ঢোকেন তখন কোন্ আলোটা জ্বলছিল?

বনমালী। টেব্‌ল ল্যাম্প।

গিরিজা। ঝুটোপুটিতে আলোটা পড়ে ভেঙ্গে গেছল ?

কার্ত্তিক। আমরা সকালে এসে সেটা ভাঙ্গা অবস্থায় পাই।

বনমালী। না, আমার সামনে সেটা ভাঙ্গেনি। অজানা নতুন ঘরে হঠাৎ আলো নিভে গেলে নিজের রিভলবার খুঁজে নিয়ে পালানো সম্ভবপর হ'ত না।

গিরিজা। আপনার হাতে রক্ত লেগেছিল ?

বনমালী। তা একটু লেগেছিল। টেবিলের ওপর রুমাল ছিল। তাড়াতাড়িতে তাতে হাত মুছে পকেটে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলুম। এই সেই রুমাল। কুমারবাহাদুরের নাম লেখা আছে।

পকেট থেকে একটা রক্তমাখা রুমাল বার ক'রে
গিরিজাকে দিলেন

গিরিজা। কুমারবাহাদুরের পকেট থেকে একতাড়া নোট পড়ে গিয়েছিল, লক্ষ্য করেছিলেন ?

বনমালী। প্রাণ নিয়ে পালাবার জন্য এত ব্যস্ত ছিলুম যে ও সব লক্ষ্য করতে পারি নি।

গিরিজা! তা হ'লে আপনি তাতে হাত দেন নি ?

বনমালী। যা দেখলুম না তাতে হাত দেব কি ক'রে বুঝতে পারছি না।

কার্ত্তিক। আচ্ছা, ভিজে ফুটপাথে পড়ে যেতে পারেন তো ?

বনমালী। হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন ?

কার্ত্তিক। রবার সোল জুতো জলে পিছলে যায় না ?

বনমালী। কি বলছেন আপনি ?

কার্ত্তিক। দেখি আপনার জুতোর তলা।

বনমালী। আপনি ক্ষেপে গেলেন নাকি ?

পা উঁচু ক'রে দেখালেন

কার্ত্তিক। তাই তো! রবার সোল তো নয়।

বনমালী। আমি তো তা বলি নি।

কার্ত্তিক। কিন্তু কার্পেটের ওপর রবার সোল জুতোর ছাপ রয়েছে।

বনমালী। তার আমি কি করতে পারি বলুন ?

গিরিজা। (ফোনে) হ্যালো—দামোদরবাবুকে ডেকে দিন তো—কে ? আপনিই দামোদরবাবু। হ্যাঁ দেখুন, এই তলায় কোন ঘর খালি আছে ?—বাইশ নম্বর, খোলা আছে ? আচ্ছা, ধন্যবাদ। (ফোন রেখে) রতনলাল—বনমালীবাবু, আপনাকে কিছুক্ষণ ঐঘরে অপেক্ষা করতে হবে।

রতনলাল এলেন

রতন, এঁকে বাইশ নম্বর ঘরে বসিয়ে রেখে এস। আর দরজার বাইরে একজন পুলিশ মোতায়েন ক'রে দেবে যেন কেউ ঘরে না ঢোকে। বুঝলে ?

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ। (বনমালীর প্রতি) আসুন।

রতনলাল ও বনমালী চলে গেলেন

কার্ত্তিক। জুতোর কথাটা স্রেফ কি রকম কায়দা ক'রে জিজ্ঞেস করলুম, দেখলেন ?

গিরিজা। ভদ্রলোক তোমায় পাগল মনে করেছেন। ও তো এমনিই দেখা যায় রবার সোল কি না।

কার্ত্তিক। বনমালীর জবানবন্দী কি সত্য বলে মনে হয় ?

গিরিজা। তাই তো মনে হচ্ছে। আমাদের ক্লু'র সঙ্গে প্রায় মিলে যাচ্ছে।

রতনলালের প্রবেশ

কি রতন ? বনমালীবাবুকে বসিয়ে দিয়ে এসেছ তো ?

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ। হরিকিষণকে পাহারায় রেখে এসেছি। এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন।

গিরিজা। কে ? কি নাম ?

রতন। ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ নন্দী।

গিরিজা। তাঁকে এক্ষুণি পাঠিয়ে দাও।

রতনের প্রস্থান

কার্ত্তিক ভদ্রলোক আসতে অনেক সময় নিয়েছেন।

ত্রিদিবেন্দ্র এলেন

গিরিজা। আসুন। আপনাকে কষ্ট দিলুম—

ত্রিদিবেন্দ্র। না, না, কষ্ট আর কি। আমি একটা কাজে ব্যস্ত থাকায় আসতে দেরী হ'ল।

গিরিজা। বসুন।

ত্রিদিবেন্দ্র। না, আর বসব না। আমার একটু তাড়া আছে। তারপর, ব্যাপারটা কি ?

গিরিজা। কুমার জগদীশপ্রসাদ পাইনকে চেনেন ?

ত্রিদিবেন্দ্র। না। আগ্রহও নেই। কেন, কি হয়েছে ?

গিরিজা। তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

ত্রিদিবেন্দ্র। হত্যা! কি ভয়ানক কথা!

গিরিজা। আপনি তাঁকে চিনতেন ?

ত্রিদিবেন্দ্র। পৃথিবীতে এত লোক থাকতে হঠাৎ আমার কাছে খোঁজ নিচ্ছেন কেন ?

নেপথ্যে দু'জন কথা কইছে। ঘরের ভেতরে থেকে
শোনা যাচ্ছে

গিরিজা। হয়ত' কোথাও কিছু ভুল হয়েছে।

অনাথ। (নেপথ্যে) আমায় ভেতরে যেতে দিন। দরকারী কথা আছে।

রতন। (নেপথ্যে) ওঁরা এখন ব্যস্ত।

গিরিজা। কে গোলমাল করছে রতন ?

রতন। (ঘরে ঢুকে) আজ্ঞে অনাথ বলছে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়! ভয়ানক দরকারী কথা।

গিরিজা। আচ্ছা, তাকে পাঠিয়ে দাও।

রতন চলে গেল ও অনাথ এল

অনাথ। আপনি নিশিকান্তবাবুর খোঁজ করছিলেন ? ইনিই নিশিকান্তবাবু।

গিরিজা। তুমি ভুল করছ’। ইনি জমিদার ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ নন্দী।

অনাথ। জমিদার হতে পারেন, কিন্তু ইনিই নিশিকান্তবাবু।

ত্রিদিবেন্দ্রকে দেখাল

ত্রিদিবেন্দ্র। পাগল!

অনাথ। পাগল হতে যাব কেন? আপনাকেই আমি সেদিন ওঘর থেকে বার হতে দেখে জিজ্ঞেস করেছিলুম—“আপনি কে?” আপনি নিজের মুখেই বলেছিলেন—“আমার নাম নিশিকান্ত মুখোপাধ্যায়। কাল আসব বলে ঘরটা একবার দেখতে এসেছিলুম।”

ত্রিদিবেন্দ্র। কি যা-তা বলছ হে?

অনাথ। আজকে নীচে আপনি যখন লিফ্‌টে উঠছেন, আমি বংশীর সঙ্গে গল্প করছিলুম। আপনাকে দেখে আমি নমস্কার করলুম। আপনিও মাথা নেড়ে লিফ্‌টে চড়ে ওপরে চলে এলেন! আমিও এঁদের খবর দিতে এলুম। সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে আসতে যতটুকু দেরী।

ত্রিদিবেন্দ্র। মিথ্যা কথা।

অনাথ। কি। আমি মিথ্যে কথা বলছি? এসব লুকোচুরি কিসের—

গিরিজা। অনাথ, চুপ কর। তা হ’লে স্বীকার করছেন যে আপনিই নিশিকান্ত নামে পাশের ঘরটা ভাড়া নিয়েছিলেন?

ত্রিদিবেন্দ্র। হ্যাঁ। (অনাথকে দেখিয়ে) ওর সামনে ছাড়া কথা কি চলতে পারে না?

গিরিজা। নিশ্চয়ই পারে। অনাথ, তুমি বাইরে গিয়ে অপেক্ষা কর। দরকার হ'লে ডেকে পাঠাব।

অনাথ চলে গেল

আপনি নাম ভাঁড়িয়ে এই ঘরটা ভাড়া নিয়েছেলেন কেন ?

ত্রিদিবেন্দ্র। আমার দরকার ছিল।

গিরিজা। কি দরকার জানতে পারি কি ?

ত্রিদিবেন্দ্র। মানুষের প্রাইভেট জীবন নিয়ে টানাটানি করা উচিত নয়।

গিরিজা। আমিও করতুম না, যদি না আপনার চালচলন এত মিস্টীরিয়াস হ'ত।

ত্রিদিবেন্দ্র। আমার পাওনাদার অনেক, অথচ সমস্ত টাকা ব্যবসায় আটকে রয়েছে। তাই কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকবার মতলবে এই ফ্ল্যাটটা ভাড়া করেছিলুম।

গিরিজা। যদি তাই আপনার মতলব ছিল, তবে এমন ঘর নিলেন কেন—যার পাশের ঘরে পরিচিত লোক থাকেন।

ত্রিদিবেন্দ্র। এখানে আমার পরিচিত লোক কোথায় ?

গিরিজা। কেন ? কুমারবাহাদুর—

ত্রিদিবেন্দ্র। (উত্তেজিত হয়ে) আমি বারবার বলছি, তাঁকে চিনি না, তবুও আপনি একই কথা বলে যাচ্ছেন। আপনি কি বলতে চান যে আমি মিথ্যে কথা কই ?

গিরিজা। সব সময় ক'ন কি-না জানি না, তবে এখন যে বলছেন সে

বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। অপরিচিত লোককে কেউ বাড়ীতে খাবার নিমন্ত্রণ করে না।

ত্রিদিবেন্দ্র। তার মানে ?

গিরিজা। আপনি কুমারবাহাদুরকে ২২শে মে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছিলেন !

ত্রিদিবেন্দ্র। একেবারে বাজে কথা।

গিরিজা। প্রমাণ আমাদের কাছেই আছে। কার্ত্তিক চিঠিটা পড় তো।

কার্ত্তিক। (চিঠি বার ক'রে পাঠ) "—নং চৌরঙ্গী টেরেস, থার্ড মে। বড়ই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে ২২শে মে রাত্রি আটটার সময় আমার বাড়ী আপনার ডিনারের যে নিমন্ত্রণ ছিল তাহা ক্যানসেল করা হ'ল।

গিরিজা। চিঠির কাগজও আপনার। ওপরে মনোগ্রাম করা রয়েছে।

ত্রিদিবেন্দ্র। (দেখে ভীত হয়ে) এ কি রকম ক'রে হ'ল। আমি এ চিঠি ডিক্টেট করেছি তিন তারিখে, আর আজ আঠারোই। এতদিন কোথায় ছিল ?

গিরিজা। আজ কুমারবাহাদুরের নামে সকালের ডাকের অন্য সব চিঠি-পত্তরের সঙ্গে এটাও ছিল। তা হ'লে আপনি তাঁকে চিনতেন ?

ত্রিদিবেন্দ্র।। (চমকে) না।

গিরিজা। কিন্তু এখুনি নিজের মুখেই স্বীকার করলেন যে আপনি তাঁকে চিঠি লিখে বারণ করেছিলেন। নিমন্ত্রণও আপনিই করেছিলেন, সুতরাং পরিচয়ও ছিল।

ত্রিদিবেন্দ্র। এখন দেখছি অস্বীকার করা বৃথা। আমি তাঁকে চিনতুম বটে, কিন্তু দু'চক্ষে দেখতে পারতুম না। অথচ তিনি গায়ে পড়ে আমার সঙ্গে মিশতেন। সেদিনকার নিমন্ত্রণটা তিনি অনেকটা জোর ক'রে আদায় করেছিলেন বলা যায়। পাঁচজনের সামনে বলতে আর আপত্তি করিনি। বাড়ী গিয়েই তাই চিঠি লিখে নিমন্ত্রণ ক্যানসেল করেছিলুম। আমার সেক্রেটারী চিঠিটা কোথায় ফেলে—

গিরিজা। বুঝেছি। সেইজন্য আপনি তার সঙ্গে আলাপ ছিল সেটা অস্বীকার করছিলেন।

ত্রিদিবেন্দ্র। হ্যাঁ। আমি যখন এইখানে ঘর ভাড়া নিই তখন জানতুম না যে উনি পাশের ঘরে থাকেন।

গিরিজা। সেক্রেটারীকে চিঠি ডিক্টেট করবার পর কুমারবাহাদুরের ঠিকানাটাও নিশ্চয়ই ব'লে দিয়েছিলেন ?

ত্রিদিবেন্দ্র। তা বলেছিলুম বই কি।

গিরিজা। তবু আপনি বলতে চান যে কুমারবাহাদুর এখানে থাকেন জানতেন না ?

ত্রিদিবেন্দ্র। (ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে) আপনার এভাবে প্রশ্ন করার ভঙ্গী আমি পছন্দ করি না।

গিরিজা। তজ্জন্য আমি দুঃখিত। আপনি সাধারণত রাত্রি ছাড়া এখানে আসতেন না।

ত্রিদিবেন্দ্র। না।

গিরিজা। শেষ কবে এসেছিলেন ?

ত্রিদিবেন্দ্র। দু-তিন রাত্রি আগে।

গিরিজা। কাল রাত্রে তবে এখানে আসেন নি।

ত্রিদিবেন্দ্র। না।

গিরিজা। আপনার জুতোর তলা রবারের দেখছি।

ত্রিদিবেন্দ্র। হ্যাঁ। কেন?

গিরিজা। বেশ স্টাইল। কাদের তৈরি দেখি। পা-টা একটু উঁচু করবেন?

ত্রিদিবেন্দ্র। কি আবোল-তাবোল বকছেন। নিন, দেখুন।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও পা উঁচু করলেন। গিরিজা ঝুঁকে পড়ে দেখলেন

গিরিজা। ধন্যবাদ। XXX মার্কা। ঠিক অবিকল এই জুতোর ছাপ ঐ ঘরে কার্পেটের ওপর আছে। ঘরের কাজ রোজ সকাল-সন্ধ্যা করা হয়। সুতরাং ঐ দাগ কাল সন্ধ্যার পরের।

ত্রিদিবেন্দ্র। আমার ঘরে যদি আমি এসেই থাকি—

গিরিজা। (উঠে একটা চেয়ার সরিয়ে) এই দাগের সঙ্গেও মিলে যাচ্ছে। আপনি এ ঘরেও এসেছিলেন।

ত্রিদিবেন্দ্র। (একটু ভেবে) শরীরটা খারাপ লাগতে ভাবলুম একটু ব্র্যাণ্ডি খাই। মাঝের দরজায় খট্‌খট্ করতে এ ঘরের ভদ্রলোক নিজের দিকের ছিট্‌কিনি খুলে দিলেন। আমার দিকেরটা খুলে দরজা খুলতেই—

গিরিজা। কুমারবাহাদুরকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন!

ত্রিদিবেন্দ্র। নিশ্চয়ই। তাঁকে দেখব আশা ত করি নি—

গিরিজা। একটু অপ্রস্তুতও নিশ্চয়ই হলেন। নিমন্ত্রণ ক্যানসেল ক'রে আবার তাঁরই কাছে—

ত্রিদিবেন্দ্র। বিলক্ষণ অপ্রস্তুতে পড়লুম।

গিরিজা। কিন্তু দরজা খোলবার আগে তো আপনি জানতেন না যে কুমারবাহাদুর এঘরে—

ত্রিদিবেন্দ্র। সে তো বটেই। জানলে কি আর তাঁকে—

গিরিজা। অথচ ঠিকানাটা আপনি নিজেই সেক্রেটারীকে ডিক্টেট করেছিলেন—

ত্রিদিবেন্দ্র। (মুস্কিলে পড়ে) আপনি লোককে ঠিকভাবে গুছিয়ে কথা বলতে দেন না।

গিরিজা। না,ভেবে চিন্তে মিথ্যা কথা গুছিয়ে বলতে দিই না। আপনি কাল এঘরে রাত্রে এসেছিলেন। ব্র্যাণ্ডি অথবা অন্য কোন কারণে—

ত্রিদিবেন্দ্র। ব্র্যাণ্ডির জন্য।

গিরিজা। আপনি এই হত্যা সম্বন্ধে কি জানেন?

ত্রিদিবেন্দ্র। কিচ্ছু না।

গিরিজা। আপনার জুতোয় "টো"য়ের কাছটায় সামান্য একটু রক্ত লেগে রয়েছে।

ত্রিদিবেন্দ্র। (দেখে ভীতভাবে) তাই তো।

গিরিজা। এইবার বলবেন?

ত্রিদিবেন্দ্র। আমার কিছু বলবার নেই।

গিরিজা। (পকেট থেকে কার্ট্রিজ কেশ বার ক'রে) এটা আপনার ঘরে কি ক'রে গিছল বোঝাতে পারেন?

ত্রিদিবেন্দ্র। (নার্ভাস হয়ে) আমার ঘরে পেয়েছিলেন?

গিরিজা। হ্যাঁ।

ত্রিদিবেন্দ্র। এতক্ষণ একথা বললেই পারতেন। অস্বীকার করবার চেষ্টা করতুম না।

গিরিজা। আপনি তবে এই হত্যা সম্বন্ধে কিছু জানেন ?

ত্রিদিবেন্দ্র। আমার দ্বারাই তিনি হ'ত হয়েছেন। তবে ইচ্ছাকৃত নয়, হঠাৎ।

গিরিজা। হত্যা করেছেন ! স্বীকারোক্তি দেবেন ?

ত্রিদিবেন্দ্র। হ্যাঁ দেব।

গিরিজা। আপনি স্বেচ্ছায় স্বীকার করছেন, আমরা বাধ্য করিনি। আর দরকার হ'লে আপনার বিরুদ্ধে স্বীকারোক্তি ব্যবহার করতে পারি।

ত্রিদিবেন্দ্র। জানি, তবুও যা বলবার বলব।

গিরিজা। কার্ত্তিক, এঁর বক্তব্য আলাদা কাগজে লিখে নাও।

ত্রিদিবেন্দ্র বলতে ও কার্ত্তিক লিখতে লাগলেন

ত্রিদিবেন্দ্র। আমার ভাইঝি বাসন্তী একটু বেশী মাত্রায় মডার্ন হয়ে পড়েছিল। আমি দেশে জমিদারী দেখাশুনা করতুম। দাদা রেলে একটা বড় চাকরি করতেন। বেশীর ভাগ সময়ই ট্যুরে থাকতেন। বাসন্তী এলাহাবাদে হোস্টেলে থেকে পড়ত। সেইখানেই কুমারবাহাদুরের সঙ্গে তার আলাপ হয়। হঠাৎ একদিন দাদার চিঠিতে জানলুম যে কুমারবাহাদুর বাসন্তীকে নিয়ে কোথায় সরে পড়েছে। দাদা সেই শোকে মারা গেলেন। আমি প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজতে লাগলুম। সন্ধান নিয়ে জানলুম সে কলকাতার 'হোটেল ক্যাসিনো'তে উঠেছে। আমিও অনুসরণ করলুম। প্রথমে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ক'রে খাবারে বিষ মিশিয়ে দেব মনে করেছিলুম। পরে ভেবে দেখলুম তাতে জানাজানি হবার সম্ভাবনা। তাই নিমন্ত্রণ বাতিল ক'রে দিলুম। তারপর নিশিকান্ত নামে তার পাশের ঘর

ভাড়া নিলুম। দিনে আসতুম না, পাছে দেখে ফেলে। মধ্যে মধ্যে রাত্রে এসে সুযোগ সন্ধান করতুম। কাল ওর দরজায় ধাক্কা দিতে দেখি খোলা। তখন রাত সাড়ে বারোটা হবে। মাঝের দরজার ছিটকিনি খুলে রেখে নিঃশব্দে রিভলবার হাতে ওর ঘরে ঢুকলুম। গিয়েই এদিককার মাঝের ছিটকিনিটা খুলে দিলুম। সে চেয়ারে বসে নেশায় ঢুলছিল। শব্দ শুনে আমার দিকে ফিরে চাইলে। রিভলবার দেখে নেশার ঘোর ছুটে গেল, ভীতভাবে আমায় জিজ্ঞেস করল—"আপনি কে ?" আমি বললুম—"আমি বাসন্তীর কাকা। সে কোথায় ?" সে উত্তর দিলে—"জানিনা অনেক দিন আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।" আমি বললুম—"আমাদের অপমানের আজ প্রতিশোধ নেব। তোমায় খুন করব।" সে ভয়ে আমার পায়ের কাছে বসে পড়ল। আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিছলুম, হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠে আমার হাতে সজোরে ঘুঁষি মারলে। রিভলভারটা ছটকে বেরিয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি টেবিলের দেরাজ থেকে রিভলভার বার ক'রে আমার দিকে লক্ষ্য করলে। প্রাণের ভয়ে আমি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লুম। ঝুটোপুটিতে টেবল ল্যাম্পটা পড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। সেই সময় হঠাৎ তার হাতের রিভলভারটা আপনি ছুঁড়ে গেল, আমার হাতের মধ্যেই সে নেতিয়ে পড়ল। আমার ঘর থেকে একটু একটু আলো আসছিল। দেখলুম, গুলি তার মাথায় প্রবেশ করায় সে মরে গেছে। তাড়াতাড়ি তাকে রেখে দিয়ে নিজের ঘরে এসে মাঝের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলুম। তারপর একটু দম নিয়ে নিঃশব্দে হোটেল থেকে সরে পড়লুম।

গিরিজা। তা হ'লে আর একটা রিভলভার থাকবার কথা। এ ঘরটা তো তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেছি, কিন্তু—

ত্রিদিবেন্দ্র। হয় তো আমার ঘরে আছে। টেবিলের তলায় কিংবা—

কার্ত্তিক দরজা খুলে পাশের ঘরে গেলেন। একটা রিভলভার হাতে বেরিয়ে এলেন। মাঝের দরজাটা আবার বন্ধ ক'রে দিলেন

কার্ত্তিক। এই যে আর একটা রিভলভার ওঘরের টেবিলের তলা থেকে পাওয়া গেছে।

ত্রিদিবেন্দ্র। ঐটাই আমার। বাঁটে নাম লেখা আছে।

কার্ত্তিক। (দেখে) তা আছে বটে।

গিরিজা। কুমারবাহাদুরের পকেট থেকে একতাড়া নোট পড়ে যেতে দেখেছিলেন কি?

ত্রিদিবেন্দ্র। না, তা লক্ষ্য করিনি।

গিরিজা। (ফোনে) হ্যালো—দামোদরবাবুকে ডেকে দিন। (ত্রিদিবেন্দ্রের প্রতি) আপনাকে এখন কিছুক্ষণ এইখানে থাকতে হবে। (ফোনে) কে? দামোদরবাবু? হ্যাঁ, শুনুন—আর কোন ঘর খালি আছে? দোতালায় ১৩ নম্বর—একটু ব্যবহার করতে পারি? আচ্ছা, ধন্যবাদ। (ফোন রেখে) কার্ত্তিক, রতনকে একবার ডাক'।

কার্ত্তিক চলে গেলেন

ত্রিদিবেন্দ্র। আমার ঐ গর্দ্দভ সেক্রেটারীর জন্যই ধরা পড়ে গেলুম। সে যদি ঠিক সময় চিঠি পাঠাত, তা হ'লে এতদিনে কুমারবাহাদুর চিঠি পড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিত?

গিরিজা। আমাদেরও বিলক্ষণ অসুবিধা হত।

কার্ত্তিক ও রতনের প্রবেশ

রতন, তুমি এঁকে সঙ্গে করে দোতলার ১৩ নম্বর ঘরে বসিয়ে রেখে এস। দরজায় একটা পুলিশ মোতায়েন ক'রে দিও। ত্রিদিবেন্দ্রবাবু, আপনি এর সঙ্গে যান।

রতন। আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল, স্যর।

গিরিজা। ওঁকে আগে পৌছে এস।

ত্রিদিবেন্দ্র ও রতনের প্রস্থান

আচ্ছা মুস্কিলে পড়া গেল। ইনিও তো স্বীকার ক'রে বসলেন।

টেলিফোনের ঘণ্টি বাজল। কার্ত্তিক ধরলেন

কার্ত্তিক। হ্যালো—হ্যাঁ, 'হোটেল ক্যাসিনো' থেকে বলছি। আমি কার্ত্তিক। আপিস থেকে—আচ্ছা। গুলি ব্রেণ ভেদ ক'রে গেছে?—তক্ষুণি মারা গেছেন।—রিভলভার পরীক্ষা করা হয়েছে? গুলিটা ঐ রিভলভার থেকেই ছোঁড়া—হ্যাঁ। সাইলেন্সার ফিট করা ছিল—ঠিক হয়েছে, তাই কেউ শব্দ শোনে নি। ওঃ, এখানকার লাইসেন্স নয়। নাম ধাম পরে পাওয়া যাবে। নোট আর অ্যাশট্রের আঙ্গুলের ছাপ এক নয়?—রেকর্ডের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে বলবেন—আচ্ছা।

ফোন রেখে দিলেন

সব শুনলেন তো?

গিরিজা। বংশীকে তবে বাদ দেওয়া যেতে পারে। একটু আগে আমরা তো ওকেই দোষী মনে করেছিলুম।

রতনের প্রবেশ

এই যে রতন, কি বলবে বলছিলে না ?

রতন। আজ্ঞে, কিছুক্ষণ আগে যে টেলিফোন ক্লার্ক রাত্রে ডিউটিতে থাকে তার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। সে বললে—কাল রাতে কুমারবাহাদুর লাইন চেয়েছিলেন।

গিরিজা। তিনিই যে চেয়েছিলেন তা সে কি করে বুঝলে।

রতন। ঘরের নম্বরে আর গলার আওয়াজে। তিনি প্রায়ই টেলিফোন ব্যবহার করতেন তাই তাঁর গলার আওয়াজ তারা চিনত। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, লাইন চেয়ে তিনি রিসিভার রেখে দিয়েছিলেন।

কার্ত্তিক। ক'টার সময় ?

কার্ত্তিক নোট বই দেখতে লাগলেন

রতন। রাত দু'টো।

কার্ত্তিক। কি ক'রে জানলে ?

রতন। খাতায় ওরা লোকের নাম আর সময় টুকে রাখে।

গিরিজা। আচ্ছা, তুমি যেতে পার। বাইরে থেক।

কার্ত্তিক। কি রকম বুঝছেন সব ?

রতনের প্রস্থান

গিরিজা। আর কিছুক্ষণ এ রকম চললে পাগল হয়ে যাব।

কার্ত্তিক। হোটেলের লোকেরা মিথ্যে কথা বলছে। একজনের সঙ্গে আর একজনের কথা মিলছে না। এই ধরুন, বংশী আর গণেশবাবুর কথা।

গিরিজা। ওদের দু'জনকে একসঙ্গে হাজির করি! রতন!

রতনের প্রবেশ

বংশী আর গণেশবাবুকে এক্ষুণি আসতে বল।

রতনের প্রস্থান

কার্ত্তিক। (নোট বই দেখে) সাড়ে বারোটার সময় টেবল্ ল্যাম্প ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল, অথচ একটার সময় বনমালীবাবু এসে ল্যাম্পকে জ্বলন্ত অবস্থায় সুস্থ শরীরে দেখতে পেলেন—

গিরিজা। কিছুই বুঝতে পারছি না।

কার্ত্তিক। কুমারবাহাদুর কিন্তু বেশ রসিক লোক। একবার সাড়ে বারোটায় মরলেন, আবার দেড়টার সময় ঝুটোপুটি করে মরলেন। তারপর ছ'টোর সময় টেলিফোন করতে গেলেন এবং তাতেও মত বদলালেন। কিছুতেই আর মনস্থির করতে পারলেন না। তার ওপর আবার বনমালী-বাবুর পকেট থেকে কুমারবাহাদুরের রক্তমাখা রুমাল আর ত্রিদিবেন্দ্রবাবুর জুতায় রক্ত—আর ঘর থেকে খালি কার্ট্রিজ কেস পাওয়া গেল।

গিরিজা। এ দেখছি সব ভূতুড়ে কাণ্ড।

দরজায় খট্‌খট্ ধ্বনি

কে! কার্ত্তিক দেখ ত।

কার্ত্তিক। (দরজা খুলে দেখে) আসুন গণেশবাবু, ভেতরে আসুন।

গণেশ এলেন

গণেশ। আবার হামিকে কি জন্য বুলায়েছেন?

গিরিজা। কাল রাত্রে লিফ্‌ট কাজ করছিল না বলে আপনি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠেছিলেন—না?

গণেশ। এ কথা তো আগেই বলেছে।

গিরিজা। কিন্তু লিফ্‌টম্যান বলছে লিফ্‌ট কাজ করছিল। তারপর আপনি ওপরে এসে দেখলেন লিফ্‌ট্ খালি—কেমন ?

গণেশ। হাঁ, তাতে কোন আদমী ছিলে না।

গিরিজা। কিন্তু সে বলছে যে লিফ্‌ট্ ছেড়ে সে একদণ্ড কোথাও যায়নি।

গণেশ। তার হামি কি করতে পারে ?

গিরিজা। কোন্‌টা সত্যি ?

গণেশ। হামি জানে না। লেকিন মিথ্যে কথা বোলবার জন্য ঝুটমুট এতনা সিঁড়ি উঠবার হামি কুছ ফয়দা দেখে না।

গিরিজা। লিফ্‌টম্যানও এখুনি এল' বলে।

গণেশ। হামাকে আগে বুলালেন কেন ? কত কাজের নুকসান—

রতন। (দরজার কাছ থেকে) বংশী এসেছে।

গিরিজা। পাঠিয়ে দাও।

বংশীর প্রবেশ

বংশী, কাল গণেশবাবুকে লিফ্‌টে ওপরে এনেছিলে ?

বংশী। আজ্ঞে হ্যাঁ।

গিরিজা। উনি কিন্তু তা অস্বীকার করছেন।

বংশী চুপ করে রইল

তোমার কি বলবার আছে বল।

তবুও চুপ করে রইল

এই ফ্ল্যাটে একটা খুন হয়েছে। মিথ্যে কথা বললে বিপদে পড়তে হবে।

বংশী। আমার হয়ত' ভুল হয়েছে। উনি যদি রাত্রে বাড়ী না ফিরে থাকেন—

গণেশ। হুঁ। এইবার হামি রাত্রে বাড়ী ফেরে না বলছে। সব ঝুট আছে—

গিরিজা। তুমি সব সময়েই লিফ্‌টে ছিলে?

বংশী। আজ্ঞে হ্যাঁ। একদণ্ডও লিফ্‌ট ছেড়ে যাইনি।

গিরিজা। গণেশবাবু, আপনি কি বলছেন?

গণেশ। হামি বলছে, কাল রাত্রে অনেকবার ঘন্টি বাজিয়ে লিফ্‌ট্ নামলে না দেখে সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে ওপরে এসেছে। এসে দেখছে যে লিফ্‌টে কোন আদমী নেই।

গিরিজা। বংশী, সত্যি বল। হত্যা সম্বন্ধে কি জান?

বংশী। (ভীতভাবে) আজ্ঞে, কিছু না। আমি এ সবের কিছুর মধ্যে নেই। (একটু থেমে) আমি হুজুর কাল লিফ্‌টে ছিলুম না।

গিরিজা। তুমি ছিলে না! তবে কে ছিল?

বংশী। অনাথ।

গিরিজা। অনাথ কাল ছুটিতে ছিল না?

বংশী। শেষ মুহূর্ত্তে আমাকে বলে আবার কাজে লেগেছিল। বলেছে শনিবারে ছুটি নেবে। অবশ্য কর্ত্তা জানেন না।

গণেশ। যো কোই ছিল হামি হেঁটে সিঁড়ি উঠেছে। এবার হামি যাচ্ছে। হামার অনেক কাজ পড়ে আছে—

গিরিজা। আপনি এবার যেতে পারেন। ধন্যবাদ।

গণেশ চলে গেলেন

কার্ত্তিক। (নোট বইয়ে কাটাকুটি করে) এতক্ষণ এ কথা বল'নি কেন।

বংশী। চাকরির ভয়ে।

গিরিজা। যত সব মিথ্যা বলে সব পণ্ডশ্রম ক'রে দিলে। যাও এখান থেকে। অনাথকে পাঠিয়ে দাও।

বংশী। সে নিজের বাসায় গেছে—

গিরিজা। যেখান থেকে হোক তাকে ধরে আন। তোমার জন্যই যা-কিছু গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছে। যাও—

বংশী চলে গেল

কার্ত্তিক। সব বুঝি ভেস্তে যায়।

গিরিজা। আমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে।

কার্ত্তিক। এই সময় আর এক কাপ চা খেলে ধাতস্থ হওয়া যেতে পারে।

গিরিজা। হুঁ। রতন!

রতনের প্রবেশ

নীচে থেকে এখুনি আসছি। দরজা থেকে নড়ো না।

রতন। আজ্ঞে না।

কার্ত্তিক। ঘরে চাবিও দিয়ে যেতে হবে।

গিরিজা। নিশ্চয়ই।

সকলে চলে গেলেন

তৃতীয় অঙ্ক

একই দৃশ্য

গিরিজা। অনাথ এখনও এল না!

কার্ত্তিক। আমি বংশীকে জিজ্ঞেস করেছি। সে বললে, অনাথ এক্ষুণি আসছে। বাড়ী গিয়ে শুয়েছিল। জ্বর বেড়েছে।

দরজায় খট্ খট্ ধ্বনি

গিরিজা। কে? অনাথ?

অনাথ। (নেপথ্যে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

গিরিজা। ভেতরে এস।

বেমানান বড় একটা ইউনিফর্ম্ম পরে অনাথ ঢুকল

কার্ত্তিক। এ পোষাক তো তোমার নয়? তোমারটা কোথায়?

অনাথ। খুঁজে পাচ্ছি না।

গিরিজা। মিথ্যা কথা বলে এতক্ষণ আমার সময় নষ্ট করালে কেন? কাল তো তুমিই লিফ্‌টে ছিলে।

অনাথ চুপ ক'রে রইল

কথার উত্তর দাও। ছিলে কি না?

অনাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

গিরিজা। হঠাৎ ডিউটি বদল করেছিলে কেন?

অনাথ। বেহালার ডগ রেসের হঠাৎ একটা খুব ভাল টিপ পেয়েছি। তাই কাল কাজ করেছি, শনিবারে ছুটি নেব বলে।

গিরিজা। বংশী তো সমস্ত মিথ্যা কথা বলেছে। এখন তুমি সত্যিকারের কি ঘটেছিল বল। কোন রকম আওয়াজ কি ঝগড়া কিছু শুনেছিলে?

অনাথ। আজ্ঞে না।

গিরিজা। কাল রাত্রে মিস্ রায় কখন ফিরেছিলেন?

অনাথ। জানি না। লিফ্‌ট্ ব্যবহার করেন নি।

গিরিজা। কার্ত্তিক তোমার রেকর্ড দেখ।

কার্ত্তিক। (নোটবই দেখে) ঠিক আছে। মিস্ রায় কাল ঘর থেকে বার হন নি।

গিরিজা। মালিনী দেবী কখন ফিরেছিলেন?

অনাথ। জানিনা। তিনিও লিফ্‌ট্ ব্যবহার করেন নি।

গিরিজা। তিনি যে বললেন, লিফ্‌টে ওপরে এসেছেন—

কার্ত্তিক। (নোট বই দেখে) এই রাত বারোটার সময়।

অনাথ। আমি বলতে পারছি না। লিফ্‌টে উঠলে আমার নিশ্চয়ই মনে থাকত।

গিরিজা। আচ্ছা। তাঁকে ডেকে দিয়ে তুমি বাইরে অপেক্ষা কর। বাড়ী যেও না, তোমায় এখুনি দরকার হতে পারে।

অনাথের প্রস্থান

ভারী আশ্চর্য্য তো!

কার্ত্তিক। কি?

গিরিজা। এই লোকটাকে যত দেখছি, ততই মনে হচ্ছে কোথাও যেন দেখেছি।

কার্ত্তিক। মনে করতে পারলে সুবিধা হত।

গিরিজা। বহুদিন আগেকার কথা। তবে মনে পড়বেই।

কার্ত্তিক। মালিনী দেবীর কাছ থেকে কি সাহায্য পাওয়া যাবে?

গিরিজা। কে মিথ্যা বলছে? অনাথ না মালিনী দেবী? কেন বলছে?

খট্ খট্ ধ্বনি

কার্ত্তিক। ভেতরে আসুন।

মালিনী দেবীর প্রবেশ

মালিনী। (হেসে) এখনও সেই একই কাজ চলছে?

গিরিজা। হুঁ। আপনি আগে যা সব বলেছেন তার দু-একটা কথা কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে।

মালিনী। তা যাবেই। আমি সামনে থাকলে আরও বেশী গুলিয়ে যেতে পারে।

গিরিজা। আপনি কাল রাত বারোটার সময় লিফ্‌টে উপরে উঠেছিলেন, ঠিক তো?

মালিনী। তাই ত মনে হচ্ছে।

গিরিজা। লিফ্‌টে কে ছিল? অনাথ না বংশী?

মালিনী। লিফ্‌টম্যানদের সঙ্গে আমার নাম জানবার মত বন্ধুত্ব এখনও হয় নি!

গিরিজা। তাদের চেহারা তো মনে আছে?

মালিনী। বিশেষ না।

গিরিজা। একজন রোগা আর একজন মোটা। কে লিফ্‌টে ছিল?

মালিনী। যে রোগা সে-ই বোধ হয়।

গিরিজা। সে কাল লিফ্‌টে ছিল না।

মালিনী। তবে সেই মোটা লোকটা।

গিরিজা। সে বলছে আপনি কাল রাত্রে লিফ্‌ট্ মোটে ব্যবহারই করেন নি।

মালিনী। তা কি ক'রে হতে পারে?

গিরিজা। তাকে ডাকব?

মালিনী। না, ডাকবার দরকার নেই।

গিরিজা। দেখুন মালিনী দেবী, এই ফ্ল্যাটে একটা খুন হয়েছে। আপনি সত্য কথা না বললে বিপদে পড়তে হবে।

মালিনী। (ভীতভাবে) আমি এসবের কিছুই জানি না। আমি কাল এখানে—

থামলেন

গিরিজা। বলুন, থামবেন না।

মালিনী। আমি কাল রাত্রে এখানে ছিলুমই না।

গিরিজা। একথা এতক্ষণ বলেন নি কেন?

মালিনী। আপনাদের ভয়ে। আপনারা যে রকম ব্যস্তবাগীশ লোক, হয় ত এর একটা ভুল মানে ক'রে বসবেন।

গিরিজা। কাল রাত্রে কোথায় ছিলেন?

মালিনী। শুটিং ঠিক শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় আমার ভয়ানক পেট কামড়াতে লাগল। দুপুর বেলা স্টুডিওতে চিংড়ি মাছ, মাংস ইত্যাদি

অনেক খাওয়া হয়েছিল। ডিরেক্টর রঙীনবাবু বললেন—"হোটেলে গিয়ে কষ্ট পাবে। কেই বা দেখবে। তার চেয়ে আমার ওখানে চল।" তাই তাঁর সঙ্গে গেলুম। কি একটা ওষুধ দিলেন, খেলুম। অনেকটা আরামও পেলুম। তখন রাত অনেক হয়ে গিছল, তাই তিনি বললেন—"আজ এখানেই থেকে যাও। কাল সকালে পৌঁছে দেব।" আমিও আর দ্বিরুক্তি করলুম না।

গিরিজা। হুঁ।

মালিনী। আপনি আবার তাঁকে যেন টেলিফোন ক'রে বসবেন না। আমি যা বলছি সবই সত্য।

গিরিজা। তাই মনে হচ্ছে, তবুও একবার জিজ্ঞেস করা দরকার।

মালিনী। বেশ, দশটার পর যখন স্টুডিওতে যাবেন, তখন জিজ্ঞেস করবেন। বাড়ীতে ফোন করবেন না। আজ সকাল আটটার গাড়ীতে ওঁর স্ত্রীর বাপের বাড়ী থেকে ফেরবার কথা। তিনি যদি এসে শোনেন—

কার্ত্তিক। (হেসে) ওঃ! তবে করব না।

গিরিজা। আপনার শরীর কি প্রায়ই খারাপ হয়?

মালিনী। নতুন ডিরেক্টর এলে দু-চার বার শরীর খারাপ হয় বই কি।

গিরিজা। আচ্ছা ধন্যবাদ। এবার যেতে পারেন।

মালিনী। (যেতে যেতে) বাড়ীতে ফোন করবেন না যেন। ওঁর স্ত্রী আবার উল্টো মানে করতে পারেন। সে এক বিপদ।

হেসে প্রস্থান

কার্ত্তিক। ভদ্রমহিলাকে অনর্থক লজ্জায় ফেলা হ'ল।

গিরিজা। কি করব? ক্রমাগত মিথ্যা কথা বলছিলেন। তবে এক রকম ভালই হয়েছে। এই আমার বন্ধু মৃগাঙ্কের স্ত্রী। এরই জন্য সে আর

বিয়ে করেনি। বলে—"মতি গতি ফিরলে সে ঠিক ফিরে আসবে।" এই কথা জানালে তার উপকার হ'তে পারে। হুঁ, অনাথকে ডাক।

দরজা খুলে কার্ত্তিক বাহিরে গেলেন ও অনাথকে নিয়ে ঢুকলেন

গিরিজা। অনাথ, কাল রাত্রে কোনও সময় লিফ্‌ট্‌ ছেড়ে তুমি কোথাও গিছলে?

অনাথ। আজ্ঞে না।

গিরিজা। একবারও না।

অনাথ। না।

গিরিজা। মনে করে দেখ। এক মিনিটের জন্যও যাওনি কি?

অনাথ। তা হুজুর একবার গিছলুম। কিন্তু মাত্র মিনিট দু'য়েকেব জন্য।

গিরিজা। লিফ্‌ট্‌ তখন কোন্ তলায় ছিল?

অনাথ। একেবারে নীচের তলায়।

গিরিজা। অন্য কোন তলায় লিফ্‌ট্‌ দাঁড় করিয়ে তুমি কোথাও যাওনি?

অনাথ। না হুজুর।

গিরিজা। কার্ত্তিক, গণেশবাবুকে নিয়ে এস।

কার্ত্তিক। (যেতে যেতে) তিনি এবার আমায় কামড়ে দেবেন।

প্রস্থান

গিরিজা। এখনও ঠিক ক'রে বল।

অনাথ। ঠিকই বলছি হুজুর।

গিরিজা। তোমার পোষাক কোথায়? এটা তো তোমার নয়।

অনাথ। কাল রাত্তে তো আমি পরেছিলুম। তারপর যাবার সময়

আমাদের নীচেকার ঘরে টাঙ্গিয়ে রেখে গিছলুম। আজ আর খুঁজে পাচ্ছি না।

গিরিজা। কতদিন এখানে কাজ করছ ?

অনাথ। বেশী দিন নয়। মাস দেড়েক হবে।

গণেশ ও কার্ত্তিকের প্রবেশ

গণেশ। যদি কুমারবাহাদুরকে হামি হত্তিয়া করেছি বললে শাস্তি পেতে পারে তো তাই স্বীকার করবে।

গিরিজা। না, না। দয়া ক'রে আপনি আবার স্বীকার ক'রে বসবেন না। কাল রাত্রে হোটেলে ফেরবার পর আপনি কি দেখলেন, আর একবার বলুন তো।

গণেশ। বার বার ঘণ্টি বাজায়ে লিফ্‌ট্‌ নামলে না দেখে হামি হেঁটে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে যখন এসেছে, তখন এই তলায় লিফ্‌ট্‌ দাঁড়িয়ে ছিলে লেকিন তাতে কোন আদমী ছিলে না। এক কাম করিয়ে। একঠো কাগজে এই সব লিখে দেন হামি দসখৎ করে দেবে। ফের বার বার আসতে হোবে না।

গিরিজা। অনাথ, গণেশবাবু কি বললেন শুনলে ?

অনাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

গিরিজা। গণেশবাবু আপনি ক'টার সময় ফিরেছিলেন ?

গণেশ। অনেকবার তো বলেছে : এগারো হোবে।

গিরিজা। ধন্যবাদ ! আপনি এবার যেতে পারেন।

গণেশের প্রস্থান

অনাথ, এইবার সত্য কথা বল। কোথায় গিছলে ? পরোপকার করতে ?

অনাথ। কি বলছেন?

গিরিজা। কুমারবাহাদুরকে শুইয়ে দিতে?

অনাথ। (চমকে) আপনি কি ক'রে জানলেন?

গিরিজা। যেরকম ক'রেই হোক, জেনেছি। এখন আমার কথার উত্তর দাও।

অনাথ। আজ্ঞে না। কাল তাঁর ঘরে যাইনি। ছুটি নিয়েছিলুম কি না। পাছে জানাজানি হয়ে যায়—

একটা লিফ্‌ট্‌ম্যানের পোষাক নিয়ে দামোদরের প্রবেশ

দামোদর। দেখুন, আমি এই—(অনাথকে দেখে) এখনও এই পোষাক! হোটেলটা দেখছি তোমরা পাচজনে মিলে—

গিরিজা। আপনার কথাটা কি খুব দরকারী দামোদরবাবু?

দামোদর। আপনাদের দরকারে লাগতে পারে।

টেলিফোনের ঘণ্টা বাজল। কার্ত্তিক গিয়ে ধরলেন

কার্ত্তিক। (ফোনে) হ্যালো—আমি কার্ত্তিক। বলুন, আচ্ছা, ধরে আছি, ডেকে আনুন।

গিরিজা। বলুন দামোদরবাবু, কি বলবেন?

দামোদর। অনাথকে বড় পোষাক পরে থাকতে দেখে আমি ওদের নীচেকার ঘরে খোঁজ করেছিলুম। কেউ তক্তাপোষের তলায় এই পোষাকটা পুঁটলীর মত ক'রে ফেলে রেখেছিল। বার করে খুলে দেখি রক্তের দাগ। এই দেখুন।

খুলে দেখালেন

গিরিজা। (পরীক্ষা ক'রে) রক্তের দাগই তো মনে হচ্ছে। কাঁধের ব্যাজটাও ছেঁড়া রয়েছে।

কার্তিক। (ফোনে) হ্যাঁ, বলুন। নোটের উপরে যে আঙ্গুলের ছাপ ছিল—হ্যাঁ, রেকর্ডে পাওয়া গেছে—কার? বৃন্দাবন দাস, আচ্ছা—ছবি খুঁজে পেলে পাঠিয়ে দেবেন। ডাকাত ছিল—ওঃ। আচ্ছা—

ফোন রেখে দিলেন

গিরিজা। আর ছবি পাঠাবার দরকার নেই। (অনাথকে দেখিয়ে) সামনেই বৃন্দাবন দাঁড়িয়ে রয়েছে।

অনাথ দরজার দিকে যাচ্ছে দেখে গিরিজা চেঁচিয়ে উঠলেন

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক'। পালাবার চেষ্টা বৃথা।

অনাথ। সত্যি বলছি হুজুর—

কেঁদে ফেললে

গিরিজা। চুপ কর।

দামোদর। আপনি কি বলতে চান অনাথ জেল-ফেরত আসামী?

গিরিজা। হ্যাঁ। প্রায় পনেরো বছর আগে এক ডাকাতী কেসে ধরা পড়ে। দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড পায়। আট বছর পরে "জেলে ভাল ব্যবহারের" জন্য তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তার পর সাত বছর এর কোন সন্ধান পুলিশ পায় নি।

দামোদর। (উত্তেজিতভাবে) আমার এ হোটেল আর টিকবে না। এরাই পাঁচ জনে মিলে উঠিয়ে দেবে দেখছি।

প্রস্থান

গিরিজা। এইবার তোমার কি বলবার আছে বল'।

অনাথ চুপ ক'রে রইল

তোমার রক্তমাখা আঙ্গুলের ছাপ নোটের তাড়ায় পাওয়া গেছে। তুমি রাত্রে কুমারবাহাদুরের ঘরে নিশ্চয়ই এসেছিলে।

অনাথ। (কাঁদ কাঁদ স্বরে) হুজুর ইচ্ছে ক'রে নয়—হঠাৎ—

চুপ করল

গিরিজা। হঠাৎ কি ? বল, চুপ ক'রে থেকো না।

অনাথ। আমি কুমারবাহাদুরকে হত্যা করেছি।

গিরিজা। অ্যাঁ !

কার্ত্তিক। কি বলছ ! তুমি হত্যা করেছ ?

অনাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু হঠাৎ।

গিরিজা। কি কি ঘটেছিল সমস্ত খুলে বল'।

কার্ত্তিক। ওকে আগে সাবধান ক'রে দিন।

গিরিজা। মনে থাকে যেন তুমি স্বেচ্ছায় জবানবন্দী দিচ্ছ, আমরা বাধ্য করি নি। আর দরকার হ'লে তোমার বিরুদ্ধে আমরা তা ব্যবহার করতে পারি।

অনাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

গিরিজা। কার্ত্তিক, এর বক্তব্য একটা আলাদা কাগজে লিখে নাও।

অনাথ বলতে ও কার্ত্তিক লিখতে লাগলেন

অনাথ। রোজ রাত্রে কুমারবাহাদুরকে আমি এসে শুইয়ে দিতুম। তিনি তখন মাতাল অবস্থায় থাকতেন। কোন রকম হুঁশ থাকত না।

আমিও তাঁর জামা খুলে টাঙিয়ে রাখবার সময় দু-চার টাকা সরিয়ে নিতুম। তিনি কোন দিন টের পেতেন না। কালও তাঁকে শুইয়ে দেবার পর জামা খুলে রাখতে গিয়ে দেখি পকেটে একতাড়া নোট। রোজকার মত কিছু নিতে ইচ্ছে হ'ল, কিন্তু লোভ সামলাতে না পেরে তাড়া শুদ্ধ নিয়ে যেই যাব, অমনি কুমারবাহাদুর উঠে বসে ডাকলেন—"অনাথ!" আমি থমকে দাঁড়াতে, তিনি উঠে এসে দেরাজ থেকে রিভলভার বার ক'রে আমার দিকে উঁচিয়ে বললেন—"অনাথ, আমি তোমায় বিশ্বাস করতুম। তুমি রোজ আমার পকেট থেকে চুরি কর। ভাব আমি বুঝি জানতে পারি না। আজ আর তোমার নিস্তার নেই।" আমি ভীত হয়ে বললুম—"আমায় পুলিশে দেবেন না।" তিনি বললেন—"না, তোমায় আমি খুন করব।" বুঝলুম তাঁর নেশার ঘোর তখনও কাটেনি। আমি প্রাণভয়ে তাঁর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লুম। ঝুটোপাটি করতে করতে তাঁর হাতের রিভলভারটা কি রকম ক'রে আপনি ছুঁড়ে গেল। তিনি আমার হাতের মধ্যে নেতিয়ে পড়লেন। নিশ্বাস পড়ছে না দেখে বুঝলুম মারা গেছেন। আমার হাতে জামায় রক্ত মাখামাখি। নোটগুলো পায়ের কাছেই পড়েছিল, তুলে নিয়েও আসছিলুম, কিন্তু ধরা পড়বার ভয়ে সেইখানেই ফেলে রেখে চলে এলুম। আসবার সময় ধাক্কা লেগে টেব্‌ল্ ল্যাম্পটা পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

কার্ত্তিক। তখন রাত ক'টা?

অনাথ। বারোটা। নোটগুলোর জন্যই ধরা পড়লুম। নিয়ে গেলেই ভাল হ'ত।

কার্ত্তিক। দামোদরবাবুকে আর একটা ঘরের কথা জিজ্ঞেস করব?

গিরিজা। না, এবার মারতে আসবেন। রতন!

রতনের প্রবেশ

নিশিকান্তবাবুর ফ্ল্যাটটা খালি আছে। একে ঐ পাশের ঘরে বসিয়ে রেখে এস। বাইরে একজন পুলিশ মোতায়েন ক'রে দিও। অনাথ, কোন রকম গণ্ডগোল করার চেষ্টা কোরো না।

রতন ও অনাথের প্রস্থান

কার্ত্তিক। এ ব্যাপার মন্দ নয়। একই টেব্‌ল্‌ ল্যাম্প একবার বারোটায় ভাঙ্গল, আবার সাড়ে বারোটায় ভাঙ্গল—তারপর একটার সময় জোড়া লেগে জ্বলতে লাগল। একই লোক বারোটা, সাড়ে বারোটা, একটা, তিন তিন বার ঝুটোপাটি করে মারা গেলেন, তারপর দু'টোর সময় বেঁচে উঠে টেলিফোন করতে গেলেন, শেষে সে মতও বদলে ফেললেন।

গিরিজা। এ রকম কেস তো কখনও দেখি নি। আমার তো ভয় হচ্ছে পাগল হয়ে যাব।

কার্ত্তিক। এক কাজ করলে হয়।

গিরিজা। কি বল তো!

কার্ত্তিক। ওদের দিয়েই প্রকৃত আসামী খুঁজে বার করা যাক্।

গিরিজা। তুমিও কি ক্ষেপে গেলে নাকি?

কার্ত্তিক। আজ্ঞে না। ওরা সকলেই মনে করছে তার দোষ প্রমাণ হয়ে গেছে, তাই জবানবন্দী দিয়েছে। যদি জানতে পারে যে সে ছাড়া আরও দু'জন দোষ স্বীকার করেছে তাহলে প্রত্যেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে।

গিরিজা। ঠিক বলেছ। ওদের তিনজনকে এই কথা জানিয়ে দিয়ে একসঙ্গে এইখানে হাজির করি। দেখি ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়ায়।

কার্ত্তিক। আমার বিশ্বাস তাতে কাজ কিছু এগোবে।

গিরিজা। দেখ তো রতন ফিরে এসেছে কি না।

কার্ত্তিক। (দরজার কাছে গিয়ে) রতন, একবার ভিতরে এস।

রতনের প্রবেশ

গিরিজা। রতন, তুমি গিয়ে অনাথকে এই ঘরে নিয়ে এস। কার্ত্তিক, তুমি বনমালীবাবুকে আনবে, আর আমি ত্রিদিবেন্দ্রবাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব। আর শোন, এই ঘরে একটা মাইক্রোফোন ফিট ক'রে ওপাশের ঘরে কনেক্শন দেবে। বুঝলে?

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

গিরিজা। জেল ভ্যান এসেছে?

রতন। এখনও আসে নি। ফোন করে দেব?

গিরিজা। আর একটু অপেক্ষা করে দেখ।

তিন জনের প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

একই দৃশ্য

রতন ও অনাথের প্রবেশ

রতন। তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর। ইন্সপেক্টর সাহেব এলেন বলে।

অনাথ। আবার অপেক্ষা কেন? একেবারে থানায় নিয়ে গেলেই—

রতন। চুপ্ কর।

কার্ত্তিক ও বনমালীর প্রবেশ

কার্ত্তিক। বনমালীবাবু, আপনি এইখানে একটু অপেক্ষা করুন। বেশীক্ষণ লাগবে না।

রতন ও কার্ত্তিকের প্রস্থান

বনমালী। এখানে বসে থেকে আবার কি হবে?

অনাথ। সেই কথা তো আমিও জানতে চাইছি।

ত্রিদিবেন্দ্র ও গিরিজার প্রবেশ

গিরিজা। বসুন। বনমালীবাবু, আপনিও বসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

বনমালী। বসছি।

ত্রিদিবেন্দ্র ও বনমালী বসলেন

ত্রিদিবেন্দ্র। কিন্তু আমাকে এখানে আনবার উদ্দেশ্য কি?

গিরিজা। আমি আপনাদের তিনজনকে—

কার্ত্তিকের প্রবেশ

কার্ত্তিক। আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে—

গিরিজা। পরে হবে। আগে এঁদের—

কার্ত্তিক। কথাটা আগে শুনুন। খুব দরকারী।

গিরিজা। বেশ, বল।

কার্ত্তিক। এখানে বলা চলবে না। বাইরে চলুন।

গিরিজা। কি এমন কথা! দেখুন, আমি এক্ষুণি আসছি। আপনারা বসুন।

কার্ত্তিক ও গিরিজার প্রস্থান। কিছুক্ষণ তিন জনে চুপ করে রইলেন। পরে চাপা কণ্ঠে কথা বলতে আরম্ভ করলেন

ত্রিদিবেন্দ্র। সব ঠিক হয়েছে?

বনমালী। হ্যাঁ। যেমন ব'লে দিয়েছিলেন। আপনার?

ত্রিদিবেন্দ্র। নিখুঁত হয়েছে বলেই তো মনে হচ্ছে।

অনাথ। খুব সহজেই কাজ হাসিল হয়েছে, কিন্তু—

ত্রিদিবেন্দ্র। কিন্তু আবার কিসের?

অনাথ। সে দিন রবিবারে আমরা যখন পরামর্শ করলুম—

ত্রিদিবেন্দ্র। চুপ, কেউ শুনতে পাবে।

বনমালী। না, কেউ এখানে নেই।

অনাথ। কি কথা ছিল আপনার মনে আছে?

ত্রিদিবেন্দ্র। লটারীতে যার নাম উঠবে সে-ই হত্যা করবে। কিন্তু যে-ই হত্যা করুক না কেন, তুমি সব ক্লু গুলো আমার কথা মত সাজিয়ে রেখে দেবে।

অনাথ। তাই তো করেছি, তবে—

বনমালী। তবে আবার কি ?

অনাথ। আমি দাগ-কাটা লটারীর কাগজ তুলেছিলুম বলেই তো মনে হচ্ছে। অথচ—

ত্রিদিবেন্দ্র। কি বলছ ? কে দাগ-কাটা কাগজ তুলেছিল তাই আমি এখন অবধি জানতুম না। আমি তুলিনি—

অনাথ। আপনি না হত্যা করে থাকলে উনি করেছেন ?

বনমালী। না, না। আমি দাগ-কাটা কাগজ তুলি নি। তাই ভেবেছিলুম হয় তুমি, না হয় উনি তুলেছেন।

অনাথ। তবে এ কি ক'রে হ'ল ?

ত্রিদিবেন্দ্র। কি হ'ল ?

অনাথ। আপনারা ঠিক বলছেন যে হত্যা করেন নি ?

ত্রিদিবেন্দ্র। আমি করি নি।

বনমালী। আমিও না।

অনাথ। তবে কে করেছে ?

ত্রিদিবেন্দ্র। আমরা দু'জনে যখন করি নি, তখন তুমিই করেছ। দাগ-কাটা কাগজ তো তুমিই তুলেছিলে ?

অনাথ। তা তুলেছিলুম। কিন্তু এসে দেখি কুমারবাহাদুর মৃত অবস্থায় এই খানটায় পড়ে আছেন। শরীরের অর্দ্ধেকটা টেবিলের তলায়। মাথার মধ্যে দিয়ে গুলী চলে গেছে।

ত্রিদিবেন্দ্র। তা কি করে হ'বে!

অনাথ। আমি ভাবলুম আপনারা কেউ হঠাৎ এসে পড়ে সুবিধা বুঝে কাজ শেষ ক'রে রেখে গেছেন।

ত্রিদিবেন্দ্র। আমি এ সবের কিছুই জানি না।

বনমালী। আমিও না।

অনাথ। আমি ভাবলুম চিহ্নগুলো রেখে যাবার ভার আমার ওপর দিয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন। তাই—

বনমালী। তাই তো! যে হত্যা আমরা কেউ করি নি, চিহ্নগুলো রেখে আসার দরুণ মিছিমিছি তাতে জড়িয়ে পড়লুম!

অনাথ। তার আমি কি জানি। যা যা আমায় করতে ব'লে দিয়েছিলেন সবই সেইমত করলুম। কুমারবাহাদুরকে তুলে চেয়ারে বসালুম, টেবিলের ওপর নোটের তাড়া রাখলুম, আপনার ঘরের টেবিলের তলায় আপনার রিভলভারটা রেখে দিলুম, রক্তমাখা লেখা কাগজটা টেবিলে রাখতে ভুলে গিছলুম। যখন মনে পড়ল তখন এসে দেখি ঘরে লোক রয়েছে, তাই বাইরে বেঞ্চের তলায় তাড়াতাড়ি ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেলুম, পাছে আমায় কেউ দেখে ফেলে—

ত্রিদিবেন্দ্র। তবে কি আত্মহত্যা করলে?

অনাথ। মনে হয় না, কারণ তাঁর রিভলভারটা কাছাকাছি কোথাও খুঁজে পাইনি। অনেক কষ্টে খালি কেস খুঁজে আপনার দরজার পাশে রেখে আলোটা ভেঙ্গে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম।

ত্রিদিবেন্দ্র। তা হ'লে আর কেউ এসে তাকে খুন করেছে।

বনমালী। কিন্তু কে করলে?

অনাথ। যদি আমরা কেউ না ক'রে থাকি, তবে তো অনর্থক বিপদে—

গিরিজা। (নেপথ্যে) হ্যাঁ, তা ঠিক—

ত্রিদিবেন্দ্র। চুপ, ওরা আসছে।

গিরিজা ও কার্ত্তিকের প্রবেশ

গিরিজা। আপনারা একটু পাশের ঘরে গিয়ে বসুন।

ত্রিদিবেন্দ্র, বনমালী ও অনাথকে মাঝের দরজা খুলে ওঘরে পৌঁছে দিয়ে এসে কার্ত্তিক দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন

সব শুনলে তো। এরা কেউই হত্যাকারী নয়।

কার্ত্তিক। ত্রিদিবেন্দ্রবাবুই এ ষড়যন্ত্রের নেতা। তাঁর কথা মত—

নীহার। (নেপথ্যে) আমায় ভেতরে যেতে দিন। বিশেষ দরকার আছে—

গিরিজা। মিস্ রায়ের গলা মনে হচ্ছে। যাও, নিয়ে এস।

কার্ত্তিক। (দরজা খুলে) আসুন মিস্ রায়, ভেতরে আসুন।

মিস্ রায়ের প্রবেশ

নীহার। আপনাকে একটা কথা বলবার আছে।

গিরিজা। বলুন।

নীহার। আপনারা জমিদার ত্রিদিবেন্দ্র নন্দীকে ধরে এনেছেন কেন?

গিরিজা। কর্ত্তব্যের খাতিরে!

নীহার। তিনি কি এই হত্যার জন্য দায়ী?

গিরিজা। হ্যাঁ। দোষ স্বীকারও করেছেন।

নীহার। সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলেছেন। তিনি হত্যা করেন নি।

গিরিজা। আপনি কি ক'রে জানলেন যে তিনি—

নীহার। কারণ—কারণ আমি হত্যা করেছি।

গিরিজা। আপনি! কি বলছেন?

নীহার। ঠিকই বলছি। তিনি কেন যে স্বীকার করলেন বুঝতে পারছি না। তবে এটা ঠিক যে কাকা মিথ্যা কথা বলেছেন।

গিরিজা। কাকা! কার কাকা? আপনার কাকাকে তো আমরা—

নীহার। তাঁকে আপনি যখন এ ঘরে আনছিলেন তখন আমি দেখেছি।

গিরিজা। জমিদার ত্রিদিবেন্দ্র নন্দী আপনার কাকা?

নীহার। হ্যাঁ। আমিই এই খুন করেছি, কাকা নয়।

গিরিজা। আমি সাবধান ক'রে দিচ্ছি। আপনি যা বলেছেন—

নীহার। কাকার সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে?

গিরিজা। না।

নীহার। (কাঁদ কাঁদ স্বরে) দয়া করে একটিবার—

গিরিজা। আচ্ছা। (উঠে গিয়ে মাঝের দরজা ঈষৎ ফাঁক করে) ত্রিদিবেন্দ্রবাবু, একবার এ ঘরে আসুন।

ত্রিদিবেন্দ্র এ ঘরে এলেন। গিরিজা দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন

ত্রিদিবেন্দ্র। (চমকে) কে? বাসন্তী!

নীহার। কাকা!

ত্রিদিবেন্দ্র। তুমি এখানে কি করছ?

নীহার। কাকা, আমি যা করেছি তার জন্য দুঃখিত নই, মোটেই দুঃখিত নই—

ত্রিদিবেন্দ্র। কি করেছ?

গিরিজা। মিস্ রায় বলছেন যে তিনি কুমারবাহাদুরকে হত্যা করেছেন।

নীহার। হ্যাঁ কাকা।

ত্রিদিবেন্দ্র। কিন্তু—

হঠাৎ থেমে গেলেন। বুঝলেন যে নীহার সত্য কথা বলেছেন।
তাড়াতাড়ি সামলে নিলেন

কিন্তু কি পাগলের মত বকছ? অসম্ভব যত সব মিথ্যা কথা—গিরিজাবাবু—

গিরিজা। সত্য কথাটা কে বলছে?

ত্রিদিবেন্দ্র। আপনি নিশ্চয়ই এ সব যা-তা বিশ্বাস করছেন না।

নীহার। এ যা-তা নয়, একেবারে সত্য কথা। আমাকে বাঁচাবার জন্য—

ত্রিদিবেন্দ্র। চুপ কর। ছেলেমানুষীরও একটা সময় আছে। আমি বলছি যে আমিই—

নীহার। কিন্তু তুমি নও কাকা,—আমি করেছি—

গিরিজা। দয়া ক'রে আপনারা চুপ করুন। তর্ক করবেন না। আমি পাগল হয়ে যাব। (নীহারের প্রতি) আপনার কি বলবার আছে বলুন। মনে রাখবেন আপনি স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকার করেছেন, আমরা বাধ্য করি নি। আর দরকার হ'লে আপনার স্বীকারোক্তি আমরা আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারি। বলুন। কার্ত্তিক, একটা আলাদা কাগজে ওঁর বক্তব্য টুকে নাও।

নীহার বলতে ও কার্ত্তিক লিখতে লাগলেন

নীহার। আমি যখন এলাহাবাদে হস্টেলে থেকে পড়তুম তখন কুমার-বাহাদুরের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনি আমাকে বিবাহ করবেন অঙ্গীকার করায় আমি তাঁর সঙ্গে চলে যাই। কিছুদিন আমায় খুব আদর যত্ন করেন। কিন্তু বিবাহ করতে বললেই গোলমাল করতেন। ক্রমে আমার প্রতি অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার আরম্ভ করলেন। মাতাল হয়ে মেয়েমানুষ নিয়ে বাড়ী আসতেন! আপত্তি করলে মারধর করতেন। শেষে একদিন হঠাৎ আমায় ফেলে কোথায় সরে পড়লেন, আর ফিরলেন না। আমি তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলুম। চ্যারিটেবল হাসপাতালে একটি মৃত সন্তান হয়। সেই থেকে আমি তাঁর খোঁজ করে বেড়াচ্ছি। তিনি কলকাতায় 'হোটেল ক্যাসিনো'তে রয়েছেন খবর পেয়ে আমি আর থাকতে পারলুম না। ঠিক করলুম তাঁর সঙ্গে শেষ বোঝা-পড়া করব। এখানে এসে মিস্ নীহারবালা রায় নামে পরিচয় দিয়ে এই তলায় একটা ঘর ভাড়া করলুম। দিনে অসুখের অজুহাতে ঘর থেকে বেরোতুম না, পাছে আমায় দেখে ফেলেন। কাল রাত্রে প্রায় দেড়টার সময় ওঁর ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে দেখি—খোলা আছে। ভেতরে ঢুকে দেখলুম নেশায় চুর হয়ে তিনি চেয়ারে বসে আছেন। আমি যে ঘরে ঢুকেছি তা শুদ্ধ টের পান নি। ঘৃণায় বিরক্তিতে আমার মন ভরে উঠল। নাড়া দিতে তিনি চোখ খুলে আমাকে দেখে চমকে উঠলেন। তাড়াতাড়ি টেলিফোনের রিসীভারটা তুলে লাইন চাইলেন। আমি হাত থেকে ফোন কেড়ে নিয়ে রেখে দিয়ে বললুম—"তুমি আমার সমস্ত জীবনটা নষ্ট করেছ! আমি আজ সমাজের যে স্তরে নেমে গেছি সেখান থেকে ফেরা অসম্ভব।" তিনি রেগে কতকগুলো অশ্লীল ইঙ্গিত ক'রে দেরাজ থেকে রিভলবার বার ক'রে আমার দিকে উঁচিয়ে ধরলেন। আমি কাড়তে গেলুম। ঝুটোপাটির

মধ্যে তাঁর হাতের রিভলবারটা কি রকম ক'রে ছুঁড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লেন। পরীক্ষা ক'রে দেখলুম, নিশ্বাস পড়ছে না। তিনি মারা গেছেন।

গিরিজা। আপনি ঠিক বলছেন যে তিনি আপনার পায়ের কাছে পড়েছিলেন ?

নীহার। হ্যাঁ। এই জায়গাটায়, অর্দ্ধেকটা টেবিলের তলায়। ঝুঁকে দেখলুম তিনি—

গিরিজা। মৃত।

নীহার। হ্যাঁ।

গিরিজা। সকলেই বলছেন যে ঝুটোপাটি করতে করতে হঠাৎ মারা গেলেন ! কিন্তু আমরা এসে তাঁকে চেয়ারে বসা দেখলুম।

নীহার। কিন্তু তা কি ক'রে সম্ভব হবে ?

গিরিজা। এই ঘটনায় অনেক অসম্ভব জিনিষও সম্ভব হয়ে পড়ছে। (ত্রিদিবেন্দ্রের প্রতি) মিস্ রায় যে কলকাতায় আছেন তা আপনি জানতেন ?

ত্রিদিবেন্দ্র। না—মানে—আমি—

গিরিজা। (নীহারের প্রতি) অথচ আপনি বলছেন যে আপনাকে বাঁচাবার জন্য উনি স্বেচ্ছায় নিজের ঘাড়ে দোষ নিচ্ছেন।

নীহার। ঠিক বুঝতে পারছি না। হয় ত—

ত্রিদিবেন্দ্র। গিরিজাবাবু, ওর কোন কথা—

গিরিজা। (নীহারের প্রতি) আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আপনি যখন ঢুকতে যাচ্ছেন সেই সময় দেখলেন আপনার কাকা কুমারবাহাদুরের ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। আপনি ঘরে ঢুকে দেখলেন যে কুমারবাহাদুরকে

গুলী ক'রে মারা হয়েছে। তথনই বুঝতে পারলেন এ আপনার কাকার কাজ। ভেবেছিলেন হয় ত তিনি ধরা পড়বেন না। কিন্তু ওঁকে আমরা ধরে ফেলেছি দেখে আপনি ওঁকে বাঁচাবার জন্য মিথ্যা কতকগুলো—

ত্রিদিবেন্দ্র। (আগ্রহ সহকারে) ঠিক বলেছেন। আমারও তাই মনে হয়।

নীহার। না, না, তা নয়। আমি যা বলেছি সব সত্য।

গিরিজা। প্রমাণ কি?

নীহার। কাল রাত্রে ঝুটো-পাটির সময় তার ন'খে আমার কাঁধের খানিকটা খিমচে গিছল। এই দেখুন।

কাঁধের কাছ থেকে সাড়ীটা সরালেন। খিমচে যাওয়ার
দাগ স্পষ্ট দেখা গেল

কার্ত্তিক। (নোট বই দেখে) কুমারবাহাদুরের ডান হাতের ন'খে রক্ত ও মাংস লেগেছিল।

নীহার। এবার বিশ্বাস হ'ল?

কার্ত্তিক। ঠিক মিলে যাচ্ছে।

গিরিজা। এইবার ওদেরও ডাকি।

গিরিজা চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। ত্রিদিবেন্দ্র তাড়াতাড়ি
মাঝের দরজার কাছে গেলেন

ত্রিদিবেন্দ্র। না, না, ওদের আর ডাকবেন না।

নীহার। কাদের? ও ঘরে কে আছেন?

গিরিজা। আরও দুজন লোক যারা স্বীকার করেছে যে তারাই কুমারবাহাদুরকে হত্যা করেছে।

গিরিজা দরজার কাছে গেলেন

নীহার। কি আশ্চর্য্য!

ত্রিদিবেন্দ্র। গিরিজাবাবু, আমার একটা অনুরোধ—

গিরিজা। কি?

ত্রিদিবেন্দ্র। বাসন্তীকে এখান থেকে নিয়ে যাই। ওকে আর এদের সঙ্গে জড়াবেন না।

গিরিজা। বিলক্ষণ জড়িয়ে পড়েছেন। আর এখন উপায় নেই। সরুন।

ত্রিদিবেন্দ্র সরে এলেন। গিরিজা মাঝের দরজাটা খুললেন

গিরিজা। আপনারাও এ ঘরে আসুন।

এ ঘরে প্রথমে অনাথ ও পরে বনমালী ঢুকলেন। ত্রিদিবেন্দ্র ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বনমালী ও বাসন্তী উভয়ে উভয়কে দেখে চমকে উঠলেন

বনমালী। বাসন্তী!

নীহার। অ্যাঁ—তুমি!

নীহার অজ্ঞান হয়ে মেজেয় পড়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বনমালী ছুটে গিয়ে ধরলেন। ত্রিদিবেন্দ্রও এগিয়ে গেলেন। দু'জনে মিলে নীহারকে আস্তে আস্তে কৌচে শুইয়ে দিলেন

ত্রিদিবেন্দ্র। বাসন্তী, বাসন্তী—

গিরিজা। (ব্যস্ত হয়ে) কি হ'ল?

ত্রিদিবেন্দ্র। বাসন্তী অজ্ঞান হয়ে গেছে। গিরিজাবাবু, আমি আগেই বলেছিলুম—

গিরিজা। আমি কি ক'রে জানব যে এমন হবে ?

বনমালী। (হঠাৎ চীৎকার ক'রে) বাসন্তী—বাসন্তী—কাকাবাবু, বাসন্তী আর নেই।

ত্রিদিবেন্দ্র। নেই! কি বলছ বনমালী। (নাড়ী দেখে) তাই তো। গিরিজাবাবু, আমার ভাইঝি মারা গেছে।

গিরিজা। মারা গেছে! হার্ট্ ফেল করেছে ?

ত্রিদিবেন্দ্র। তাই মনে হচ্ছে। শকটা বড্ড বেশী লেগেছে, সামলাতে পারে নি। নিজের মনের দ্বন্দ্বেই মৃতপ্রায় হয়েছিল। মরেছে, ভালই হয়েছে। সমাজে তো ওর স্থান ছিল না। ও যে মেয়ে। সংসারের সমুদ্র-মন্থনে পুরুষ নিঃশেষে অমৃত পান ক'রে মেয়েদের জন্য শুধু গরল রেখে দেয়।

গিরিজা। (ফোনে) লাইন প্লীজ।

ত্রিদিবেন্দ্র। কাকে ফোন করছেন ?

গিরিজা। ডাক্তারকে। (ফোনে) ইজ দ্যাট এক্সচেঞ্জ ? গিভ্ মী রিজেণ্ট 005. ইয়েস প্লীজ।

ত্রিদিবেন্দ্র। কিন্তু তিনি এসে এইভাবে বাসন্তীকে দেখলে—

গিরিজা। মাই ডিউটি। (ফোনে) হ্যালো—কনেক্ট মী টু ডক্টর দে।

ত্রিদিবেন্দ্র। জানাজানি হয়ে পড়বে—

গিরিজা। নিরুপায়। (ফোনে) কে ? ডক্টর দে ? হ্যাঁ, আমি গিরিজা। এক্ষুণি 'হোটেল ক্যাসিনো'তে আসুন। একজন মহিলা

মারা গেছেন। বোধ হয় হার্ট্ফেল্ ক'রে। হ্যাঁ—এসে আমার নাম করলেই নিয়ে আসবে। আচ্ছা—যত তাড়াতাড়ি পারেন। ধন্যবাদ।

ফোন রেখে দিলেন

ত্রিদিবেন্দ্র। শেষে মেয়েটা এর মধ্যে জড়িয়ে পড়ল।

বাসন্তীর বুকে মাথা রেখে বনমালী কাঁদছেন

অনাথ। দাদাবাবু, কাঁদবেন না। উঠুন।

ত্রিদিবেন্দ্র। গিরিজাবাবু, সমস্ত ঘটনাটা আপনাকে পরিষ্কার ক'রে বলি। আপনাদের করুণা কিংবা দয়া চাইছি না। তবুও বলছি, না হ'লে দম ফেটে মারা যাব। আপনি ব্যাপারটা বোধ হয় কিছুই ধরতে পারছেন না।

গিরিজা। না। সমস্তই অদ্ভুত মনে হচ্ছে। আপনার কাহিনী জবানবন্দী হিসেবে লিখে নিতে পারি ?

ত্রিদিবেন্দ্র। নিশ্চয়ই। বাসন্তী যখন মারাই গেল, আর আমাদের বলতে আপত্তি নেই। তবে একটা অনুরোধ, ওর নামটা না জড়িয়ে যদি তদন্ত করতে পারেন—

গিরিজা। ঘটনাটা সমস্ত না শুনলে বলতে পারছি না। বলুন। কার্ত্তিক, লিখে নাও।

ত্রিদিবেন্দ্র বলতে ও কার্ত্তিক লিখতে লাগলেন

ত্রিদিবেন্দ্র। বনমালীর সঙ্গে বাসন্তীর বিয়ে হবে ঠিক ছিল। হঠাৎ কুমারবাহাদুর বাসন্তীকে নিয়ে সরে পড়ে। অনাথ এক সময় চুরী ডাকাতি করে সংসার চালাতো। জেলেও গিছল। সেখান থেকে বেরিয়ে বাড়ী

ফিরে দেখলে—তার বাপ মা সব মরে গেছে। সেই সময় বনমালীর কাছে সে চাকরি নেয়। অনাথের একবার অসুখের সময় বনমালী প্রাণপাত ক'রে ওকে বাঁচায়। সেই থেকে বনমালীকে অনাথ দেবতার মত ভক্তি করে। বাসন্তী চলে যাবার পর আমরা কুমারবাহাদুর আর বাসন্তীর খোঁজ ক'রে বেড়াই। শেষে কলকাতায় 'হোটেল ক্যাসিনো'তে ওর সন্ধান পেয়ে আমরাও কলকাতায় এসে হাজির হই। ঠিক করলুম ওকে খুন করতে হবে। কে করবে? একটা দাগ-কাটা আর দু'টো শাদা কাগজ নিয়ে লটারী করা হ'ল। যে দাগ-কাটা কাগজ তুলবে সে-ই খুন করবে, কিন্তু কে তুলেছে তা কাউকে বলতে পারবে না। নিখুঁত খুন প্রায় অসম্ভব বলে আমি অনাথকে এমন সব ক্লু রেখে দিতে বলেছিলুম যাতে আমাদের তিনজনের ওপরেই সন্দেহ পড়ে। ওদের জবানবন্দীও আমি মুখস্ত করিয়ে দিয়েছিলুম। সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্সে আমাদের কাউকেই দোষী প্রমাণ করা যাবে না, কারণ প্রত্যেকের জবান-বন্দীতে গরমিল আছে। কিন্তু—

গিরিজা। কিন্তু সব প্ল্যান উল্টে গেল। অনাথ দাগ-কাটা কাগজ তুলেছিল, কিন্তু এসে দেখলে তার আগে কেউ খুন ক'রে গেছে।

অনাথ। (চমকে) আপনি কি ক'রে জানলেন?

গিরিজা। ঐ যে মাইক্রোফোন ফিট করা রয়েছে। ও ঘর থেকে সমস্ত কথা আমরা শুনেছি। জবানবন্দীতে অনেক গলদ রয়েছে, সেটা আগেই লক্ষ্য করেছি। কোন সলিউশন পাচ্ছিলুম না বলেই আপনাদের একত্র করে আমরা চলে গিছলুম—

বনমালী। এখন পেয়েছেন?

গিরিজা। হ্যাঁ।

বনমালী। কে?

গিরিজা। উনি।

বাসন্তীকে দেখালেন

ত্রিদিবেন্দ্র। কোন ভুল হচ্ছে না তো?

গিরিজা। না। কেবলমাত্র ওঁর জবানবন্দীই সমস্ত ক্লু-গুলোর সঙ্গে মিলেছে। আপনাদের স্বীকারোক্তি আর ক্লু সাজানোর মধ্যে কনটিনিউইটি নেই।

বনমালী। গিরিজাবাবু, সবই তো শুনলেন। বলুন, বাসন্তীর নাম বাঁচিয়ে রিপোর্ট দিতে পারবেন কি-না?

ত্রিদিবেন্দ্র। আমাদের ফীলিংস্ বুঝতে পারছেন তো।

গিরিজা। পারছি। কার্ত্তিক, জেল ভ্যান এসেছে কি-না দেখ।

কার্ত্তিকের প্রস্থান

আপনাদের চালান আমায় করতেই হবে। খুন না করলেও চেষ্টা যে করেছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। স্বরোপিত ক্লু এবং জবানবন্দীতে আপনারা দোষী। তবে আপনাদের প্ল্যান অনুসারে হয় তো কনভিক্‌শন হবে না।

বনমালী। কিন্তু বাসন্তীর—

কার্ত্তিক ও ডাক্তার দে'র প্রবেশ

কার্ত্তিক। জেল ভ্যান এসেছে।

গিরিজা। বেশ। ডাক্তার দে, এঁকে একবার পরীক্ষা করে দেখুন।

ডাক্তার দে বাসন্তীকে পরীক্ষা করলেন

ডাক্তার। ডেথ্ বাই হার্ট ফেলিওর অন্তত এখন তাই মনে হচ্ছে। থানায় লাশ পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।

গিরিজা। উনি এই তলায় একটা ঘরে থাকতেন। ওঁর নাম মিস্ নীহার রায়। হার্টটা খারাপই ছিল। একটু আগে অজ্ঞান হয়ে গিছলেন। আমার কাজ সকলকে জেরা করা। হঠাৎ কথা বলতে বলতে পড়ে যান। তারপর আমাদের সন্দেহ হ'তে আপনাকে খবর দিই।

ডাক্তার। ডেড্ বডি মর্গে পাঠিয়ে দিন, ভাল ক'রে পরীক্ষা করতে হবে।

ডাক্তার দে'র প্রস্থান

ত্রিদিবেন্দ্র। আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ জানাব।

গিরিজা। জানাতে হবে না।

নীহারের জবানবন্দীর কাগজটা ছিঁড়ে ফেললেন

ত্রিদিবেন্দ্র। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

গিরিজা। কার্ত্তিক, এঁদের নিয়ে যাও।

কার্ত্তিক। আপনার অ্যাভারেজটা—

গিরিজা। চুলোয় থাক্।

গিরিজা ব্যতীত সকলের প্রস্থান

(ফোনে) লাইন প্লীজ। ইজ দ্যাট এক্সচেঞ্জ। গিভ, মী রীজেণ্ট 005. ইয়েস। হ্যালো—থানা? আমি গিরিজা। 'হোটেল ক্যাসিনো'তে একটা অ্যাম্বুলেন্স কার পাঠিয়ে দাও। ডেড্ বডি নিয়ে যেতে হবে। হ্যাঁ—এখানকার কাজ এক রকম মিটেছে। থ্যাঙ্ক ইউ।

রিসীভারটা রাখলেন

হন্তদন্ত হয়ে দামোদরবাবুর প্রবেশ

দামোদর। আবার এক ফ্যাঁসাদ হয়েছে। সুশীলা খাবার নিয়ে গিয়ে ফিরে এল, মিস্ রায়কে পাওয়া যাচ্ছে না।

কৌচটা গিরিজার পিছনে আড়ালে ছিল। বাসন্তীর মৃতদেহ দামোদর দেখতে পান নি। গিরিজা সরে এসে দেখালেন

গিরিজা। ঐ যে মিস্ রায়।

দামোদর। অ্যাঁ, অজ্ঞান হয়ে গেছেন ?

গিরিজা। আর জ্ঞান হবে না। মারা গেছেন।

দামোদর। কি ভয়ানক! না, আর টিকতে দিলে না। এরা পাঁচজনে মিলে হোটেলটা উঠিয়ে দিলে দেখছি।

বেগে প্রস্থান

গিরিজা বাসন্তীর মৃতদেহের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। পরে পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে মুখটা ঢেকে দিলেন। একটা সিগারেট ধরালেন। ধীরে ধীরে

যবনিকা পড়ল